

মেরু নক্ষত্রের মতো পথ দেখাবে, দীনদয়াল স্মরণে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর : দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৮-তম জন্মদিবসে এছা হ্যাণ্ডেলে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ডিউ-ও-সহ অমিত শাহ লিখেছেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির জীবন জাতীয় সেবা ও উৎসর্গের এক মহান প্রতীক। যখনই মানবতার কল্যাণের কথা আসে, পণ্ডিত জির অখণ্ড মানবতাবাদ শ্রুতনের নীতি সর্বদা মেরু নক্ষত্রের মতো। সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাবে। তিনি বিশ্বেশ করতেন যে, শুধুমাত্র খাদ্য থেকে ধারণা পর্যন্ত আত্মনির্ভর শীলতাই একটি জাতিকে বিশ্বে স্থান দিতে পারে। আজ এই উজ্জ্বল স্বর্নির্ভর ভারতের মৌলিক ধারণা। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা, তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদশতক, উপাধ্যায় ১৯৪০-এর দশকে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ প্রচারের জন্য আরএসএসের সাথে জড়িত থাকার পরে রাষ্ট্র ধর্ম মাসিক প্রকাশ শুরু করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি সংক্ষেপে বিজেএসের সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৬৬ সালে লোকসভা নির্বাচন লড়েছিলেন এবং হেরেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মুঘলসরহি জংশন রেলস্টেশনের কারে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর

তুতো ভাইয়ের হাতে ধর্ষিতা নাবালিকা বোন

ধলাই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া নাবালিকাকে ধর্ষণ করলো তুতোভাই। ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরা রাজ্যের জেলার কমলপুর মহকুমার কমলপুর থানাধীন ধনচন্দ্র চৌধুরী পাড়ায়। এলাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর পুষা পরশম্ভী গৌড় (কল্পিত নাম) বাড়ির পাশে জল আনতে যায়। জল নিয়ে ফেরার সময় ১৬ বছর বয়সী তার কাকোতে ভাই তাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি বাড়িতে ফিরে তার বাবা মা কে সব জানালে তারা তাকে নিয়ে জেলা হাসপাতালে ছুটে যান। মেয়েটি এখনও মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড বিধবস্ত এবং জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোন মামলা এখনও দায়ের হয়নি। মেয়েটির বাবা রাম চরণ গৌ। জানিয়েছেন, মেয়েকে সুস্থ করতে সমস্যায়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে বা চাইস্ত পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোন পদক্ষেপ করা হয় নি। এই ধরনের ব্যাধির বিরুদ্ধে আইনগত সহ সামাজিক পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

ফ্লোরিডায় কুকুর বিক্রি নিয়ে সংঘর্ষে গুলি, নিহত তিনজন

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ফ্লোরিডায় কুকুর বিক্রি নিয়ে বিবাদেের জেরে গুলি চলল । গুলিতে তিন বছরের এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, জ্যাকসনভিল শেরিফের অফিসের সহকারি প্রধান জেডি স্টুনকো বলেন, একটি কুকুর বিক্রির বিষয়ে কিছু লোকের সাথে দেখা করতে শনিবার রাত ১০ টার দিকে একটি শিশু সহ পাঁচজন একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে গিয়েছিল। সেই সময় বিবাদের পর গুলিবর্ষণ হয়। গুলিতে এক শিশুসহ তিনজন প্রাণ হারান। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। স্টুনকো মৃতদের পরিচয় প্রকাশ করেনি।

নাইজেরিয়ায় ১৪ জনকে হত্যা, ৬০ জনকে অপহরণ সন্ত্রাসী বন্দুকধারীদের

আবুজা, ২৫ সেপ্টেম্বর : গত রবিবার সকালে নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জামকারা রাজ্যে সন্ত্রাসী বন্দুকধারী সারিবদ্ধ করে কমপক্ষে ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। এই সময়ের মধ্যে আরও ৬০ জনকে অপহরণ করা হয়েছে। সোমবার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে।মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, একজন স্থানীয় নেতা নিরাপত্তার কারণে পরিচয় নাশ করা করে বলেছেন, বন্দুক ধারীরা তিনটি দলে এসেছিল, তারা সামরিক ঘাটির পাশাপাশি মাগামি এবং কাবাসা সম্প্রদায়ের উপর হামলা করে এবং ৬০ জনকে অপহরণ করে। এদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু।

নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম আমাদের দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে

স্মৃতি ইরাণী,(কেন্দ্রীয় মন্ত্রী),নয়াদিল্লিঃ লোকসভায় মাননীয় সদস্যদের সামনে আমি যখন আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম তখন সেই বক্তব্য পরিবেশনের সময় একটি দায়িত্ববোধ কাজ করছিল। আমরা আমাদের জাতির ভবিষ্য পুনর্নির্মাণ করতে নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম- যা মহিলা সংরক্ষণ বিল নামে পরিচিত, সেই বিষয়ে আলোচনা করছি। সংসদে প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে লোকসভায় এবং বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আমারও জন্মের আগে যখন দেশ দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে, সেই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক সাধারণ মহিলা বলেছিলেন আমাদের সাংবিধানিক অধিকারকে রক্ষা করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা দূর্বলশী এইসব মহিলারা উপলব্ধি করেছিলেন যদি তারা কোন সুযোগ না পান তাহলে ভবিষ্যতেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমি ভবিষ্যদ্রষ্টা সেইসব মহিলাকে প্রণাম জানাই। ১৯৭১ সালে সরকার ভারতের মহিলাদের অবস্থা জানার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ১৯৭৪ সালে এই কমিটি তার প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনের সপ্তম অনুচ্ছেদে লেখা আছে - ভারতীয় জনাংগ মনে করে মহিলাদের অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রয়োজন। তাঁরা সংরক্ষণের পক্ষে মত দেন। আমি জনসংঘের সেই দুর্দশশী চিন্তাবিদদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ভারতীয় জনতা পাটি দেশের প্রথম

এশিয়ান গেমসের প্রথমেই সাফল্য, সফলদের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর :এশিয়ান গেমসের প্রথমই ভারতীয়দের সাফল্যে সফলদের অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রবিবার রাতে তিনি টুইটার হায়েলে লিখেছেন, চিত্তে হারানুতে চলমান ১৯তম এশিয়ান গেমসের প্রথম দিন

রাজনৈতিক দল, যারা নিজেদের সংগঠনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছে। বিজেপি কার্যকর্তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়। মহিলাদের সংরক্ষণ বিলের রচয়িতা কে? এই নিয়ে নানা দাবি ও পাদ্ধি দাবি আমরা দেখেছি। কথায় আছে সাফল্যের দাবিদার অনেকেই হন। কিন্তু ব্যর্থতার দায়ভার কেউ নিতে চান না। তাই যখন এই বিল সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন কেউ কেউ একে বললেন এটি 'আমাদের বিল'। কেউ আবার বললেন এই বিলের জন্য তাঁরা চিঠিও লিখেছেন। কেউ কেউ তো বলেই বসলেন সমস্ত সাংবিধানিক পরিকাঠামো আসলে তারাই তৈরি করেছেন। একজন শ্রদ্ধাশ্রু মহিলা নেত্রী লোকসভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এর জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রথমতঃ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে একটি বিশেষ পরিবার প্রায়শই বলে থাকে সাংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী আনার কৃতিত্ব তাঁদের। তবে, এই নেত্রী সসদে স্পষ্টভাবে জানান যে, পি ভি নরসিমা রাও-ই এই কাজটি করেছিলেন। যারা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। নরসিমা রাও-এর নাম ইতিহাসের পাতায় যথাযথ ভাবে স্থান পাওয়ার যোগ্য। ভারতীয় রাজনীতিতে তাত কয়েক দশক ধরে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা চলছে। আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল এই সংরক্ষণের সময়সীমা কতটা থাকবে। মোদী সরকার প্রস্তাব রেখেছে ১৫ বছর ধরে এই সংরক্ষণ থাকবে। প্রত্যেকবার আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত

আসনও পরিবর্তিত হবে। এই ভাবে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব চলবে। এর উল্টোদিকে কংগ্রেস মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ করে মাত্র ১০ বছর। তারা ১০ বছর পর মহিলাদের অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত হতে না দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আইনমন্ত্রীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সংরক্ষণের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও এর কিছু সাংবিধানিক ও আইনি বিষয়ও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ প্রস্তাব রেখেছিলেন এই বিলে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং সংখ্যাঘলু সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতের সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ক্ষমতাযোগ নেই। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, সবকটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করুন এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিন। সংবিধানের প্রতি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এর মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে আমাদের সেবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য মোদী সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে মৌদী সরকার সচেষ্ট। মহিলারা যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন সরকার তাই বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে। ভারতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সাম্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর সুফলও এখন পাওয়া যাচ্ছে। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে মহিলাদের উন্নয়নে গতি এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলছুট ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে। এর মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র রাজনীতিতেই নয়, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হচ্ছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ভারতের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ইতিবাচক সুফলকে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যেও লিঙ্গ সাম্যের বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার সর্বদাই বজায় রয়েছে। আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ তাঁরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই বিল মহিলাদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করে। এই বিল কোন রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়, এটি আমাদের মহিলাদের সার্বিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করছে। পরিসরে বলি কৃতিত্বের ভগিদারী হওয়া বা কারোর ওপর দোষারোপ করার সময় এটি নয়, বরং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলা এবং উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। সময় এসেছে কিছু করার। আর তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ নারীশক্তির সমর্থনে আপনারা এগিয়ে আসুন।

জানাই।এছাড়াও রোয়িংয়ে ভারতের পুরুষদেররোয়িং পুরুষদের জোড়া বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতার জন্য বাবু লাল যাদব আট দলকে ভারতের জন্য রৌপ্য পদক আনার জন্য অভিনন্দন। আপনাদের নিরলস নিবেদন এবং অটল পরিশ্রম আমাদের হৃদয়কে সীমাহীন গর্বে পূর্ণ করেছে।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪০জন, মৃত্যু ফের শূন্য

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃভারতে ৫০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘণ্টায় কমেছে দৈনিক

সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ

হয়েছেন ৫৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৫৬ এবং

পাথারকান্দি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন তাপাদারপাড়া এফসি

পাথারকান্দি (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বরঃ পাথারকান্দি স্পোর্টস কমিটি আয়োজিত সুখময় সিংহ ও কৃষ্ণমোহন সিনহা (টিব্লি) মেমোরিয়াল ষোলো দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাপাদারপাড়া এফসি। তবে এ নিয়ে গলায় বহুদূর।খেলার দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচটি গোলাপনা থাকায় কোনও দলই মাঠে নামেনি। অবশেষে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাপাদারপাড়া

এফসিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। তাতেও সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক।নির্ধর্ত অনুযায়ী গত রবিবার বিকালে পাথারকান্দির মুণ্ডমাল খেলার মাঠে পড়ে হাজার দশেক ক্রীড়ানুগরী দর্শকের অধিগ্রহীতে ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দল গোলের জন্য মহিম্ব হয়ে উঠলে পরিশেষে ১৫ মিনিটের মাথায় প্রতিপক্ষ নবজাগরণ একাদশের হয়ে এক খেলোয়াি ডি বক্সের সীমানার ভেতরে ফাউল করলে ফেরারি সঙ্গে

সঙ্গে প্যানালটির নির্দেশ দিলে বৈকে বসে নবজাগরণ দল। এতে পণ্ড হয় ম্যাচ।ফলে হতাশায় মাঠ ছাড়েন অজস্র ক্রীড়াপ্রেমী দর্শককুল। পর-মুহূর্তে দফায় দফায় খেলা পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে অধিনায়ক, ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। ম্যাচের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে রোজারির নির্দেশ অনান্য করার অপরাধে প্রতিপক্ষ দলকে বাতিল ক রে তাপাদারপাড়া এফসিকে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন

বলে ঘোষণা করা হয়।এদিনের ম্যাচে আমন্ত্রিত স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল রানাস ও চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ৬০ হাজার টাকার চেক সহ ট্রফি তুলে দেন। উপরিত বর্ণিত করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি অলকেশ চৌধুরী সহ বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রেমী। ম্যাচ পরিচালনা করেন করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার রেফারি জিশু দাস, সহযোগী ছিলেন মৃণালকান্তি দাস ও সৌমেন্দ্র দাস।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদান

সৌরত গর্গ (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব) ঃ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন উদ্যোগপতি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, পাশাপাশি চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টাটআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে এগুলির সুবিধা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হবেন। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল - সকলকেই এর সুফল দেওয়া। তাই, কৌশলগত ও উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গড়ে তোলে। এই তহবিল থেকে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সুবিধাজনক হতে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত শিল্পপতিরা এই তহবিল থেকে ১০-

১৫ কোটি টাকার ঋণ পেতে পারেন। এর জন্য বছরে তাঁদের মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শিল্পপতি এবং ভিন্নভাৱে সক্ষমদের জন্য সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশ। এর ফলে, তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগে সুবিধা হবে। সরকার এই তহবিলের জন্য ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আয়েদনকর সোশ্যাল ইনোভেশন ইনক্যুবেশন মিশন (এএসআইআইএম) সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি হাতিয়ার। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মতোই ২০২০ সালে এই মিশনের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। মূলত, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কথা ভেবেই সরকারের এই উদ্যোগ। একজন উদ্ভাবক এর থেকে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০টি রাজ্যে ২০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীকে সহায়তার জন্য ৪৮০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিকাশ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রথম প্রজন্মের তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিরা সরকারি প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভের মাধ্যমে

সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উদ্যোগপতি হওয়ার সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে উন্নয়নের সক্ষমতা ২০১৯ সালে তাঁদের জন্য আরেকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করেছে। ১৪৬ কোটি টাকা এই তহবিল থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর শিল্পপতিরা ২০ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা অতিক্রম্, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্পে মুক্ত হতে পারেন। এভাবেই আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উদ্যোগের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যেই উপান্ন, পরিবেশ এবং কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পপতিদের ২৯টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনার আওতায় ২০২১ সালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র গ্রীষ্ম নাগরিকদের ধারা সিনিয়র গ্রীষ্মে বয়স্ক ইঞ্জিন বা সেইজ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সেইজ ভেঞ্চার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে

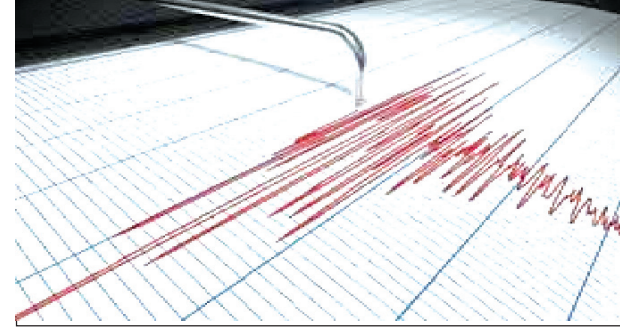
আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই তহবিলের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্টাটআপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা হয়।সামাজ্যের প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, আমাদের অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৮ হাজারও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০রও বেশি প্রান্তিক মানুষ আজ সফল উদ্যোগপতি, যাঁরা যেকোন ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এভাবে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পিছিয়ে প্যা মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, মন্ত্রক শিল্প স্থাপনের জন্য এদের উত্াহ দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, এদের জন্য নানাধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইভাবে সমর্থিত উন্নয়নের ধারাবাহিক বাস্তবায়িত করে তোলার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গাে তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ করিডোর বিশ্ব বাণিজ্যের ভীত হয়ে উঠবে:প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ করিডোর বিশ্ব বাণিজ্যের ভিত্তি হয়ে উঠবে। গত রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র পূর্ণ সদস্য করে ভারত নিজস্ব নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছে। শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রস্তাবিত ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর শত শত বছর ধরে বিশ্ব বাণিজ্যের ভীত হয়ে উঠবে।রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৫-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, চন্দ্রযান-৬-এর সাফল্যের পর, জি-২০-র জমকালো অনুষ্ঠান প্রত্যেক ভারতীয়র আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র পূর্ণ সদস্য করে ভারত নিজস্ব নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে।

মুদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরকাশী



উত্তরকাশী, ২৫ সেপ্টেম্বর : মুদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলা সদর। সোমবার সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৩। ভূমিকম্পের পর কেন্দ্রস্থল জেলা মাটির পাঁচ কিলোমিটার নিচে। ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রাই আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আনেন। জেলা প্রশাসন তহসিল সদর থেকে ভূমিকম্পের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আধিকারিক দেবেন্দ্র পাটওয়াল জানিয়েছেন, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৩। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল জেলার তহসিল মরির কোথিগড় রেঞ্জ কালাবেলা।দিনে ১০৪৩০৪২৫ থেকে - ১১৪৩৮৫১৮ পর্যন্ত কালরোজি৮০৪৪৫২১ থেকে - ১০৪১১৪৫১৩৭১ গ্রন্থকৃষ্ণ (সূর্য) উদয় কালীন)৪রবি১১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদমস্তঃ ১২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ১২৭৫৩৫৯ (২৬) ২ পদবৃঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃক্ষপতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮৭১৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৬) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৬) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

গিরিডিতে করম পুজোর ফুল আনতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু বাক্তির

গিরিডি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ঝাড়খন্ডের গিরিডিতে করম পুজোর জন্য পুকুর থেকে ফুল আনতে গিয়ে এক ব্যক্তির জলে ডুবে মৃত্যু ঘোষে। মৃত ব্যক্তির নাম বিজয় যাদব (৬৪)। তিনি মুফাসিল থানা এলাকার গান্ধার বান্দিপাড়া। গেছে, বিজয় যাদব কর্মসূত্রে হরিয়ানায় থাকতেন। করম উৎসব পালন করতে রবিবার গান্ধরা গ্রামে এসেছিলেন। সোমবার সকালে গ্রামের পুকুরে পাশে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন। অনুমান, সেখানেই কোনওভাবে পুকুরে পা পিছলে পড়ে যান। অতিরিক্ত জল থাকায় বিজয় পুকুরে ডুবে যায়। আশেপাশের লোকজন বিষয়টি জানতে পেরে তাকে কোনোভাবে পুকুর থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর গ্রামে শোকের ছায়া। দূর্ঘটনার খবর পেয়ে মফাসিল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

ভোপালে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাওয়ার পথে দূর্ঘটনার কবলে বাস, আহত ৩৯ বিজেপি কর্মী

ভোপাল, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যাওয়ার পথে মধ্যপ্রদেশের ধারগোন জেলায় দূর্ঘটনার কবলে পাল বাস। ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩৯ বিজেপি কর্মী। রবিবার গভীর রাতে দূর্ঘটনাটি ঘটে। দূর্ঘটনার আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।রবিবার ভগবানপুরা থেকে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী বাসে উঠেছিলেন। ভোপালে আয়োজিত ‘মহাকুন্ত্’ অনুষ্ঠানে কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিতে অবরুদ্ধ ৫টি জেলার ২৪টি রাস্তা

শিমলা, ২৫ সেপ্টেম্বর : হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ৫টি জেলার ২৪টি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। হিমাচলে প্রায় তিনমাস পর আবার প্রবল বৃষ্টিপাতে নাজেহাল অবস্থা জেলাবাসীরা। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিরন্দ সিং সুখ সোমবার রাজ্য বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, হিমাচল প্রদেশে বিপর্যয়ের ফলে যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে সেজনা কেন্দ্রীয় সরকারকে, হিমাচল প্রদেশের দুর্গোচ্চ জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করতে হবে।রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, লাহৌল-স্পিত্তি জেলায় ১৬টি, শিমলায় ৪টি, কুল্লুতে ২টি এবং কাড্ডা ও কিম্বর জেলায় ২টি করে রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী জগৎ সিং নেগি জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্ষার প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে ৪৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৪৮৭ জন আহত হয়েছেন। এবং ৪০ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নেগি আরও বলেন, হিমাচলেরে বিপর্যয়ে ২,৬৪৭টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ১,২১৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৩২০টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৫,৯৭৭টি গোয়ালঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত তিন মাসে হিমাচলের বিভিন্ন রাজ্যে ১৬৮টি ভূমিধস এবং ৭২টি আকস্মিক বন্যার ঘটনা ঘটেছে।

বেণ্ডসরাইয়ে শিবলিঙ্গ ভাঙার ঘটনায় প্রেফতার প্রধান অভিযুক্ত জাভেদ

বেণ্ডসরাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিহারের বেণ্ডসরাইয়ের খাটেপুরে মন্দিরে স্থাপিত শিবলিঙ্গ ভাঙার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত জাভেদকে রবিবার গভীর রাতে প্রেফতার করেছে পুলিশের একটি বিশেষ দল । অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে হৃৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।এর আগে এই মামলায় ১৪ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে ১২ জনকে জেলে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।সোমবার সকালে এসপি যোগেন্দ্র কুমার এ তথ্য জানান।তিনি জানান, জাভেদকে প্রেফতারের জন্য সদর দফতরের ডিএসপি, তেঘরা ডিএসপি ও মক্ষমল থানা প্রজনের নেতৃত্বে চারটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি দল জাভেদকে তার আশ্রনা থেকে ধরে ফেলে। এসপি বলেন, গত শনিবার শিবলিঙ্গ ভাঙার এর জাতীয় সড়কে যানজটের ঘটনায় দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
ক ল ক া ত া ১, ২ ৬ সেপ্টেম্বর : ৪ মঙ্গলবার, ৮আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৬৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৮আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাংব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৮আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৬ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৫ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃবিশুদম্বী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবহিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃবহিগেও অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থাকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৬২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ২২ঃ১২ থেকে - ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৬ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৫২ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২২ঃ১২ থেকে - ০৪ঃ২৪ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২২ঃ১২ থেকে - ০৪ঃ২৪ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত কালরোজিদিন ১০৪৩০৪২৫ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত কালরোজি৮০৪৪৫২১ থেকে - ১০৪১১৪৫১৩৭১ গ্রন্থকৃষ্ণ (সূর্য) উদয় কালীন)৪রবি১১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদমস্তঃ ১২১৫২৫০ (৭) ১ পদ

রেজিস্ট্রেশন ছাড়া টোটো বিক্রি করলেই কালো তালিকায় ডিলার!

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : নামে ই-রিকশা বা টোটো। কিন্তু তার না আছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, না আছে নম্বর প্লেট, না চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স। বেআইনিভাবে বছরের পর বছর ধরে শহর থেকে জেলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এই গাড়ি। ফলে যেখানে সেখানে বেপরোয়াভাবে চলাচলের জন্য বাড়ছে দুর্ঘটনা ঘটিছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ টোটো বিক্রি হয়েছে। যা নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে এখন রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনকে। বেআইনিভাবে টোটো এবং ইরিকশা বিক্রি রুখতে এবার তার ডিলারদের ডাকতে চলেছে পরিবহণ দপ্তর বলে খবর মিলেছে।



নিচ্ছে সরকার। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী মেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, “গত কয়েকবছর ধরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়াই লাখ লাখ টোটো, ইরিকশা ডিলাররা বিক্রি করেছেন। এটা বেআইনি। ভবিষ্যতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া গাড়ি বিক্রি আটকাতেই ডিলারদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে।”

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক পুরসভা এলাকায় কত টোটো চলে,

তার তালিকা তৈরি করে জমা দিতে বলা হয়েছে। তা পাওয়ার পরই টোটো চলাচলের ক্ষেত্রে একটা গাইডলাইন প্রকাশ করা হবে। জাতীয়, রাজ্য সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক করতে হবে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। দপ্তরের এক সূত্র বলছে, যে কোনও গাড়ি, বহিক বিক্রির সময়ই তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়ার কথা। ডিলার স্থানীয় আরটিওকে জানালে সেখানে সেই গাড়ি নথিভুক্ত হয়। গাড়িরও রেজিস্ট্রেশন নম্বর হয়। কিন্তু ৯০ শতাংশ ডিলারই রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই টোটো বিক্রি করেছেন। ফলে সরকারের কাছে জমা হয়নি গাড়ি সংক্রান্ত কোনও তথ্য। টোটো বা ইরিকশাতেও লাগেনি নম্বর প্লেট। দিন দিন এটা চলতে থাকলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, বছর কয়েকের মধ্যে টোটো বা ইরিকশার সংখ্যা এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে যে সাধারণ মানুষ হাটার রাস্তা পাবেন না। যদি স্থানীয় পুরসভা বা সরকারের কাছে কোনও তথ্য থাকত তাহলে টোটো চলার রুট বোর্ধে দিতে পারতো। যদিও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী, ইরিকশার নির্দিষ্ট কোনও রুট নেই। যেখানে খুশি চলতে পারতোবে বাস এবং অটো রুট বাদ দিয়ে অন্যত্র।

আর্থিক অনটনের

জেরে আত্মঘাতী যুবক শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : আর্থিক অনটনের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া ডোমজুড় থানা এলাকার বাকড়া রাজীব পল্লীতে। পেশায় আন্ডালালক ওই যুবকের নাম সোমনাথ হাজরা। বয়স ৬৮। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমনাথবাবুর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়দের বাড়িতে। বাড়িতে তখন একাই ছিলেন সোমনাথ। সেই সূযোগেই তিনি তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন বলে মনে করা হচ্ছে। বাড়িতে স্ত্রী এসে এই ঘটনা দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে খেঁহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পরিবারে আর্থিক অনটনের কারণেই এই আত্মহতয়ার ঘটনা। পুলিশ মৃতদেহ মর্যাদাসঙ্গে পাটিয়েছে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গার্হস্থ্য সমস্যা

ক্লাবের গুরুত্ব রয়েছে

২৫ সেপ্টেম্বর : ক্লাবের মাধ্যমেই এলাকার জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ জন্মাত হয়। পাশাপাশি এলাকায় গার্হস্থ্য সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও ক্লাবগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সোমবার আগরতলা শহরের কাসারিপট্টস্থিত অরবিন্দ ক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ঋষি অরবিদের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা মানিক সাহা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যে ক্লাব সংস্কৃতি বৃদ্ধিদের। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্লাব সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কোনও এলাকার উন্নয়নে ক্লাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে ক্লাবগুলির মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি রবায় রয়েছে। আর এই সংস্কৃতির মাধ্যমে আমাদের একাত্মে প্রাণশক্তি যোগ থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঋষি অরবিদের আধ্যাত্মিক দর্শন ছিল অভাবনীয়া। তার দর্শন ও চিন্তাধারাকে আমাদের জীবনেও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবেই সৃষ্টি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহান দার্শনিক ঋষি অরবিন্দের দেশাত্মবোধক ভাবনাকে পাথয়ে কর্তেই দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার কাজ করে যাচ্ছেন।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সোশাল মিডিয়ায় আলাপ হয়েছিল। তার পরে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধুত্ব পর্যন্ত গড়ায়। তা ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্কের দিকে এগোচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ‘বন্ধুত্বে’ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হয় মহিলা চিকিৎসককে। সম্পর্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি নিয়ে চিকিৎসককে ডেকে ধর্মপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ওই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, তিনি তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের এক কর্মী। লেকটাইনের ঘটনায় সোমবার ধৃত

যুবককে তোলা হয় আদালতে। সূত্র মারফৎ জানতে পারা গিয়েছে, লেকটাইনের এক চিকিৎসক মহিলার সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় আইটি কর্মী অভিজিৎ সাধুখাঁর। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হয়। একে অপরের সঙ্গে দৈন্য যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে একে অপরের আরও কাছাকাছি আসেন। অভিযোগ, এরপরই ওই যুবক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। লেকটাইন থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই চিকিৎসক। ঘটনার

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই ধৃত এক

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ সেপ্টেম্বর : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় গুদামের হাট এলাকায় ডাকাতির আগেই ধৃত এক জনকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। রবিবার রাতে দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ কলকাতার অনাতম প্রধান ২ পুজো, সুরুচি সংঘ ও চেতলা অগ্রণী, এই দুই পুজোই এবার তাদের পুজো মণ্ডপের স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার জেরে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে। প্রসঙ্গত পুজোর সময় কোন পথে পথচরীরা হাটবেন আর কোন পথে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন তা বোঝা দায় তার মধ্যে রাস্তা জুড়ে পুজো হবার দরুন না না সমস্যায় পড়তে হয় পথচারী থেকে শুরু করে গাড়ি চালকদের। যদিও তা নিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি বৈঠকও সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশের তরফে এখনও

পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, তা হল চেতলা অগ্রণীর ক্ষেত্রে পুরনো সেট আপ-এর চেয়ে প্রায় ১০ মিটার তকালত প্রধান মণ্ডপের কাছে হবে বাইরে যাওয়ার পথ। দুর্গাপুজোর সময় চেতলা থেকে নিউ আলিপুর যাওয়ার গাড়িগুলিকে চেতলা লকসেট ব্রিজ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। পাশাপাশি পথচারীদের জন্য ব্রিজের দুই দিকই ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। দুর্গাপূর ব্রিজের উপর চাপ কমাতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক। কলকাতা অনাতম ব্যস্ত মোড় হয়ে

উঠতে চলছে রাসবিহারী ক্রসিং মেট্রো আসার পর স্টেশনে যাতে আশু। এছাড়া মেট্রোয় পৌঁছনোর জন্য লেক মার্কেট গেটটি মানুষ ব্যবহার করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, চেতলা অগ্রণী ও সুরুচি সংঘের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরুণ বিশ্বাসের নাম। চেতলা অগ্রণীর প্রধান কর্ণধার ফিরহাদ হাকিম, আর সুরুচি সংঘের পুজোর প্রাণপুরুষ অরুণ বিশ্বাস। উল্লেখ্য, দক্ষিণ কলকাতার অনাতম বিগ বাজেটের পুজো আয়োজক এই সুরুচি সংঘ। এই

নিয়ন্ত্রণে চাঁদনি চকের বিধবংসী আশুন

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : নিয়ন্ত্রণে কলকাতার চাঁদনি চক এলাকার বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের গোডাউনে বিধ্বংসী আশুন। রবিবার বিকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। এরপর আশুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আরও ৪টি ইঞ্জিন পৌঁছয়। পরে দমকলের আরও কয়েকটি ইঞ্জিন আসে। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন আশুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা হতেই চাঁদনি চক এলাকায় বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের একটি গোডাউন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। ঘটনাটি নজরে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা দমকলে খবর দেন। তারপর প্রথমে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আশুন নেভানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু, ঝিরঝিরে বৃষ্টি ও বোহাড়া হাওয়ায় আশুনের লেগিহান শিখা আরও জ্বলে ওঠে। বেগতিক বুঝে দমকলের আরও ৪টি ইঞ্জিনস্বলে যায় এবং দমকলকর্মীরা

রেললাইনে ক্ষত বিক্ষত দেহ জয়নগরের যুবকের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শুক্রবার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের এক যুবকের,মৃতদেহ ময়না তদন্তের পরে ভিন রাজ্য থেকে সোমবার বেলায় জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরের বাড়িতে আনা হয় এবং সেখান থেকে সাউথ বিষ্ণুপুর মহামাশানে শেষকৃত্য করা হয়।পুলিশ ও মৃতের পরিবার সত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুরতালতলার চিকিত্তো চক্রবর্তী ও কবিতা চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র ২২ বছরের অনুপম চক্রবর্তী গত এক বছর আগে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটি আইটি সেন্টারে কাজ নিয়ে জয়নগর থেকে বিশাখাপত্তনমে যায়। দীর্ঘ এক বছর যাবত সে ওখানায় এসেই কোম্পানিতে এনিমেশনের উপরে কাজ করতো। ভালো কাজের সুনামে ইতিমধ্যেই প্রমোশনও পেয়েছে সে। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল ও রাতে বাবা ও মার সঙ্গে কথা বলতো অনুপম। শুক্রবার রাত ১১ঃ৪৫ মিনিট নাগাদ শেষ কথা হয় মার সাথে অনুপমের। সূত্র মতে সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে সে ফোন করতো। কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই তাঁর ফোন সূঁচ অফ ছিল, আর তাতেই চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল অনুপমের বাবা ও মা র। আর এদিন বেলায় ছেলের ফোন থেকে মা কবিতার কাছে আরপিএফ থেকে ফোন করে জানানো হয়, তাদের ছেলে মৃতদেহ রেললাইনের উপরে পড়ে আছে। ময়না তদন্তের জন্য তাদের কাছে যেতে বলা হয়। আর তড়িঘড়ি তারা এদিনই বিশাখাপত্তনমেরে উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। সোমবার কোষায় মৃতদেহ জয়নগরের উত্তর দুর্গাপুরে বাড়িতে ফিরলে কামায় ভেঙে পড়ে পরিবারের মানুষ জন থেকে এলাকার মানুষ জন। সদা হাস্যময় যুবক অনুপমের মৃত্যু খুন নাকি আত্মহত্যা তার তদন্তের কাজ শুরু করেছে অন্ধ প্রদেশের পুলিশ। এদিকে মৃতের পরিবারের দাবি তাদের ছেলেকে খুন করা হতে পারে। তাদের ছেলের এহিভাবে মৃত্যু তারা কেনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার কাজ হিঙ্গার কারণে তাকে মেরে ফেলা হতে পারে বলে পরিবারের দাবি। তারা চায় সূঁচ ভাবে তদন্ত করা হোক। আর এদিন মৃতদেহ নিয়ে উত্তর দুর্গাপুরের বাড়িতে ফিরলে এলাকার বহু মানুষ ভিড় করেছিল শেষে খোয়ার জন্য। আর এই দিন এখান থেকে মৃতদেহ বাড়িতে রাখার পরে সাউথ বিষ্ণুপুর মহামাশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।



পৌছয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও তারপর প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে দমকলকর্মীদের চেষ্টিয় আশুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি বলেন, আশুন হতটুকু আছে সেটা আটক করা গিয়েছে। চারদিকটাই বন্ধ, ভিতরে ধোঁয়া আটকে আছে। ফলে বেরোতে সময় লাগবে। তবে এখনও গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে

কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। আমরা চাই লোকে ব্যবসা করুক, কিন্তু আপৎকালীন পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখেন না অনেকেই। ল্যাডারের ব্যবহার করা যাবনি। দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ভিতরে প্রবেশ করতে। তার ফলে আশুন নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা মেনে ব্যবসা চালানোর আবেদন জানান মন্ত্রী।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহান্তে ফের আবহাওয়ার বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানা গেছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই শহর কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে দক্ষয় দক্ষয়। এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছিরবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম এবং সোমবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বধিক ৯৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৮৩ শতাংশ। দিনত্তর কলকাতায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে সোম এবং মঙ্গলবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বঙ্গনিধি অ্যাসোসিয়েশনে সচেতনতা শিবির

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বঙ্গনিধি অ্যাসোসিয়েশন একটি নন-প্রোফিট সংস্থা,যাদের উদ্দেশ্যই হল অর্থনৈতিক প্রভাবনার হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা। বিভিন্ন রকম অন লাইন স্ক্যাম, চিট ফান্ড-র বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মাইক্রো ফাইন্যান্স সংস্থা গুলোকে সঠিক ভাবে পথ দেখিনো এই সংস্থা আরও একটি অগ্রহণী ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষ যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন না হন তার বিষয়ে গাইড লাইনই জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দিতে বার্তা প্রেরন করে এই সংস্থা।

এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ৪ দালালকে গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : এবার এনআরএসএর পর এবার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ৪ দালালকে গ্রেফতার হল লালবাজারের গুস্তাদমন শাখার পুলিশ। সোমবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পাকড়াও হয় ৪ দালাল। লালবাজারে গুস্তাদমন শাখার অভিযানে পাকড়াও করা হয়ে তাদের। ভবানীপুরের বাসিন্দা এই যুবকদের পাকড়াও করে পুলিশ। টাকা নিয়ে এসএসকেএমে ভর্তি চক্র চালাত ধৃতরা, এমনটাই অভিযোগ পুলিশের। ধৃতদের নাম অভিযেক মল্লিক, দেব মল্লিক, অভয় বাম্বীকি ও সুরিন্দ্র কুমার, চারজনই ভবানীপুরের বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, টাকা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে রোগী ভর্তির চক্র চালাত ধৃতরা। শুক্রবার কামাড়াটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় দালালরাজ নিয়ে সর্বব হন মদন মিত্র। শনিবার থেকেই কলকাতার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অভিযানে নামে পুলিশ। প্রসঙ্গত, শুক্রবার কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালালরাজের বিরুদ্ধে সর্বব হয়েছিলেন মদন মিত্র। করেছিলেন বিস্ফোরক অভিযোগ। এনআরএম হাসপাতালেও অতি সম্প্রতি দালালচক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। দুই দালালকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গুস্তাদমন শাখা।

২০২৪ এ বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ এর টার্গেট দিলেন সায়নী ঘোষ

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৪ এ বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ এর টার্গেট দিলেন



পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। হাওড়ার বালির এপি ময়দানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে এসে সায়নী ঘোষ এই লক্ষ্যমাত্রা দেন। তিনি বলেন, মোদী ম্যাজিক এখন মোদী ট্রাজিক হয়ে গেছে। এখন মোদীকে দেখে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। ভোট এলেই ওরা গ্যাসের দাম কমায়। তাই এখন গ্যাসের দাম আড়াইশো টাকা কমিয়ে দিয়েছে। মোদীকে ইঙ্গিত করে যে কোনও ভোটে দলের তরফ থেকে যিনিই প্রার্থী হোন তেনে রাখবেন সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী। তাই সেই প্রার্থীকেই সমর্থন করতে হবে এবং তাঁকে ভোটে জেতার জন্য সকলে এক হয়ে কাজ করতে হবে। বিরোধীরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হেস্টা করার স্টোকাচ্ছে। যতই ওরা সেটা করুক ওদের উদ্দেশ্যে বলি আমাদের গর্ব আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডেঙ্গু, বৈদ্যবাটির বেশ

কিছু এলাকা হাই বার্ডেন হিসেবে চিহ্নিত বৈদ্যবাটা, প্রীতম সাধুখাঁ, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি উদ্বেগ জনক। নবমোে আজ ডেঙ্গি বাড়ছে এমন জেলা গুলোর জেলা শাসক সিএমওএইচ দের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্য সচিব। ডেঙ্গি মোকাবিলায় নির্দেশ দেন। প্রতিদিন ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে হুগলি জেলাতেও। এই মুহুর্তে জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ৮৬ জন। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, প্রতিদিন অন্তত ৭০০ র বেশি ডেঙ্গি টেস্ট হচ্ছে জেলার সরকারি হাসপাতাল গুলিতে। এই মুহুর্তে জেলার হাসপাতাল গুলিতে মোট ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫৩২ জন। উদ্বেগ এর বিষয়ে সব থেকে বেশি শঙ্কর অঞ্চল গুলির থেকে গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। গ্রামগুলির মধ্যে বলাগড়, চড়ীতলা , হরিপাল ও সিদ্ধুর রকের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত হাই বার্ডেন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে শহর অঞ্চলের মধ্যে শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটিকে হাই বার্ডেন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর ইতিমধ্যে জেলায় ডেঙ্গিতে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সরকারি ভাবে তার কোনো হিসাব দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যেই চন্দননগর বৈদ্যবাটি ও শ্রীরামপুর এলাকায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভূইয়া জানিয়েছেন, ডেঙ্গির বেশকিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবার প্রথম গায়ের ছোট ছোট লাল রঙের ফুসকুড়ি বেরোনো। দ্বিতীয় চামড়ায় কোনো দাগ তৈরি হওয়া। যদি জ্বরের সঙ্গে এই লক্ষণ গুলি থাকে স্বাস্থ্য দপ্তরের পুলিশ তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

বাড়িতে অস্ত্র রাখার অভিযোগে ধৃত ১

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ সেপ্টেম্বর : জয়নগর থানার কামারিয়ার বাড়িতে অস্ত্র রাখার অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিকে সোমবার পুনরায় বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত মঙ্গলবার জয়নগর থানার পুলিশ ময়দা এলাকা থেকে অস্ত্র সহ রহমতুল্লাহ সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর সেই মতো সোমবার ধৃতকে পুনরায় জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বিধায়ক ও সিপিআইএম নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা

বিলোনিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিলোনিয়া স্টেশনে ডেপুটেশন দেওয়ার অপরাধে বিধায়ক ও সিপিআইএম নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা রেল উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) করল ওভরপূর্ব বিলোনিয়া স্টেশনে মিল্খিল ও স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেল অধিকারিকের মাধ্যমে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিকারিক ও রিজিওনাল ম্যানাজরের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করার অপরাধে সিপিআইএমএর সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, সিপিআইএমএর রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিলোনিয়ায় সিপিআইএমএর বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, ঋষ্যমুখের সিপিআইএমএর বিধায়ক অশোক মিত্র, বরিশত ইন্ডিয়ানী জ্যোতির্ময় সোমেনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার রেল পুলিশের তিন অধিকারিক কোনও অনুমতি ছাড়া সিপিআইএমএর বিলোনিয়া মহকুমা অফিসে ঢুকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত মামলায় (মামলার নম্বর ৫৬২৬, আন্ডার সেকশন ১৪৭১৪১ ১৯৮৯ রেলওয়ে অ্যাক্ট) অভিযুক্তদের খঁজতে থাকে। রেল পুলিশের এহেন আচরণে ভীত ক্ষোভ বজ্র করেছে সিপিআইএমএর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার এবং সিপিআইএমএর বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। সিপিআইএমএর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার জানান, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের কথা বলা, মত প্রকাশ করা, জনস্বার্থে কোনও বিষয়ে অনুপোদান করা যাবে না, এটা কী চলছে? মানুষ কিন্তু সব দেখছেন, মানুষই তার জবাব দেনে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৯৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ আশ্বিন, ১৪৩০

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে বেশি মাথা ঘামাতে দিতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার। তার কারণ হচ্ছে আইনটি পুনর্বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এর দেখভাল করছেন। সেই কারণে এই আইন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালকে এখনই বেশি মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তবুও দেশের শীর্ষ আদালত একেবারে চূপ করে বসে থাকতে পারে না। তাদের কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত থেকে বলা হয়েছে যতদিন না আইনটি পুনর্বিচনা না করে সংশোধন করা হচ্ছে ততদিন কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী আইনে কাউকে থেফতার করা যাবে না। যে সব মামলা চলছে সেই সব মামলায় অভিযুক্তরা জামিন নিতে পারে। আইন চালু হলে তখন ভেবে কণা বলবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে দেশের শীর্ষ আদালত। আইন আপাতত মুলতুবি থাকলো। তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বিপাকে পড়়ে গিয়েছে। যাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী আইনে থ্রেফতার

করা হয়েছে তাদেরকে আর কারণারে আটকে রাখা যাবে না। দেশের বেশ কিছু সাংবাদিকদের কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। যদিও কাশ্মীরে সেনা আইন দিয়ে সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের থ্রেফতার করা হয়েছে। তারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলছিল। এদিকে আইনজীবী কপিাল সিকল বলেছেন, প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে আপত্তিকর বলেছিলেন। তার উত্তরে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছেন. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যা করতে পারেননি, বর্তমান সরকার তা করে দেখাচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঔপনিবেশিক আইনকে আর রাখতে চান না। এই আইনের সংস্কার প্রয়োজন। এই আইনকে মানবিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চায় সরকার। রাষ্ট্রদ্রোহ আইন তৈরি করা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারাগারে পুরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই আইন দিয়ে বহু স্বদেশি সংগ্রামীদের আন্দামান জেলে পাঠানো হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের কোনও অমানবিক আইনকে বর্তমান সরকার রাখতে চাইছেন না। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, সত্য কথা বলাটা দেশভক্তি বা দেশদ্রোহ নয়। সত্যি শোনানো রাজধর্ম। সত্যকে দমন করা প্রতারণা। কেন্দ্রীয় সরকার সত্যকে প্রকাশ করতে দিতে চায় না। সত্যের প্রকাশ হলে কেন্দ্রীয় সরকার বিপদে পড়়ে যেতে পারে। সেই কারণে যখন দেশের আর্থিক অবস্থা একেবারে টলমল তখনই রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছোঁড়া। এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে বা আন্দোলন করতে গেলে আগামী দিনে তাদেরকে থ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে রাখতে পারে। আসলে সত্যকে প্রকাশ করতে দিতে ভয় পাচ্ছে সরকার। সেই কারণে এখনই সব কাজ ফেলে রাষ্ট্রদ্রোহ নিয়ে পড়়ছে। এই আইন দিয়ে দেশের সরকার বিরোধীরা নেতাদের এবং দাঁড়ীদের শায়েস্তা করতে হবে। কিন্তু আদালত মাঝ পথে এটাড়ানোর ফলে সব কিছুই বানচাল হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এই আইন দ্বারা যাদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেছে তাদেরকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে হয়। মানবতাবাদকে স্বীকৃতি দিতে হবে। দেশের শীর্ষ আদালত থেকে বলা হয়েছে আদালত সব সময়ে দুটির বিঘারের ওপরে লক্ষ্য রাখে একটি হচ্ছে রাষ্ট্র নিরাপত্তা এবং দুই হচ্ছে নাগরিক স্বাধীনতা। আদালত সব সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করে থাকে। সলিসিটর জেনারেল পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে এই আইনের অপব্যবহার হচ্ছে। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বহু চেষ্টা করেছিলেন এই আইনের স্বগিতাদেশ রক্ষতে। কেন্দ্র কেনা রাজ্য এই আইনের ব্যবহার বন্ধ করতে পারে না। কাউকে আইনে এফআইআর দায়ের করা বন্ধ করানো যায় না। কেন্দ্রের পক্ষে মামলার গুরুত্ব বোঝা খুবই মুশকিল। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের ওপরে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। তিনি প্রস্তা দিয়েছিলেন এসপি মর্যাদায় কোনও আধিকারিকে মামলা দায়ের করার আগে খুঁটানিটি তথ্য যাচাই করার অধিকার দেওয়া হোক।

ভারতের পাশে রাশিয়া

চিন এখন আবার কাশ্মীর নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের পাশে থাকলো রাশিয়া। রাশিয়ার এখন সবচেয়ে বড় খন্দের হচ্ছে ভারত। রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র প্রতিরোধ কিনেছে ভারত কয়েক হাজার কোটি টাকা দিয়ে। রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। সেখানকার সরকার ঠিক মতো মাইনে দিতে পারছে না তাদের কর্মচারি এবং সেনাদের। ফলে রাশিয়া এখন রাশিয়ার এবং সীমান্ত বিক্রি করে টাকা জোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রবল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র-৪০০ কিনেছে। তার ফলে আমেরিকা খুবই ক্ষুব্ধ। গত সপ্তাহে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জাদিমির পুতিনের দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকের পরে মস্কো কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। তারা বলেছে কাশ্মীর প্রশ্নে কোনও তৃতীয় দেশের উপস্থিতিকে তারা সমর্থন করছে না। কাশ্মীর সমসয়ার সমাধান খুঁজতে হবে ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তি এবং ১৯৯৯ সালে লাহোর যোষণার মধ্যে থেকেই। তবে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেই দিয়েছেন সেই সব চুক্তি বর্তমান ভারত সরকার খতিয়ে দেখবে। তারপরে সেগুলো মানার কথা বলা হবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এ ব্যাপারে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। বেজিং এবং ইসলামাবাদ যেভাবে ভারতের ঘাড়ের ওপরে এসে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে খানিকটা অসুবিধার মধ্যে ছিল ভারত সরকার। কিন্তু এবারে চিনের চাপকে অস্বীকার করে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো রাশিয়া। পূর্ব লাদাখে চিন সেনারা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুক পড়ে হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে এবারে শীত পড়তে শুরু করেছে। বরফ পড়ছে।গোপনে পাকিস্তানের জঙ্গিরা ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ গ্রহণ করবে। ভারত বিরোধী জঙ্গিদের মদত দিতে থাকবে চিন সৈাি ক্রমশ পাকিস্তার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়.....

কালী সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ বলেন, কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলতেন, সব সময়ে সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন হেরে যাবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর মানসিক শানিত কোথাও নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললেন তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত করতে পারে না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পূজার্থী। জ্ঞানের সম্মানী। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে সমানভাবে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর মাতৃ সাধনার একমাত্র ভরসা স্থল।

অক্ষর এবং শব্দের স্রষ্টা বিদ্যাসাগর

কৌশিক দাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামেও স্বাক্ষর করতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তার। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যিনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না কাকে বলে যুক্তাক্ষর, কাকে বলে অক্ষর, কীভাবে তৈরি হয় শব্দ। এইসব কিছুর স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সত্যিই তিনি বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্রের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু তিনি নামের পাশে পদবী লিখতেন ‘শর্মা’ বা ‘শর্মর্ষণঃ’। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা ব্যবহৃত হত। তাই তিনিও এই পদবী ব্যবহার করতেন। ছোটো থেকেই খুব মেধাবী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। চার বছর নয় মাস বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। এরপর ১৮২৮ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বাবার সাথে কলকাতায় আসেন। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় আসার সময় মাইফল্ফক দেখে সংখ্যা শিখেছিলেন। কলকাতায় গিয়ে বড়বাজার অঞ্চলের বিখ্যাত গিংহ পরিবারে থাকতে শুরু করেন। মাত্র নয় বছর বয়সে ১৮২৯ সালে কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল) তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর ১৮৩০ সালে ইংরেজি শ্রেণীতে ভর্তি হন। পড়াশোনার প্রতি প্রবল মনোযোগ ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় এবং পরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। তার পিতা তখন ৮ টাকা বেতন পেতেন। এই আট টাকা বেতন থেকে তার জন্য ব্যয় হতো ৪ টাকা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২



সালে স্মৃতি শ্রেণী, ১৮৩৮ সালে বোদন্ত, ১৮৪০-৪১ সালে ন্যায় শ্রেণিতে পড়াশোনা করেন। ১৮৪১ সালে সংস্কৃত বিষয় নিয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনের উপর অগাধ জ্ঞান থাকায় তাকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্ররা ছিলেন সাত ভাই, তিনজন শৈশবেই মারা যান। আর ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশাচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও দীনবন্ধু নায়রর সঙ্গে একেেকজন পূর্ণ জীবন লাভ করেন। ভাইদের কাছ থেকেও ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছেন অসুন্দান। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেদের এরূপ ব্যবহারে কাশীবাসী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র জেতাভ্যুত্টি করার ঠাকুরদাস বীরসিংহে ফিরে যান, কিন্তু ঈশানচন্দ্র জানিয়ে দেন কাশীবাসী হওয়াই শ্রেয়। শেষপর্যন্ত কাশীবাসী হলেন ঠাকুরদাস। একবার ঈশ্বরচন্দ্রই দেখে আসতেন তাঁর পিতাকে। পরিবারের দারিদ্র্যতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য, সংস্কৃত কলেজে পাট টাইম চাকরি করতেন। সংস্কৃত কলেজের চালকি ছেড়ে ১৮৪৭ সালে কলকাজ স্ট্রিটে খোলেন সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি।

তারপর আইন পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য যোগদান করেন। তখন বরস মাত্র ২১। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে তৈরি করেন, প্রথম অবৈতনিক বিদ্যালয়। ১৯১২ সংস্কৃত বর্ষের ১লা শৈশাখ

মতিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোলসে গেলো তোর অনিন্দে রেখা।’ জনা যায়, বিদ্যাসাগরকে কেন ‘দয়ার সাগর’ বলা হয়, বিদ্যাসাগর নিজের বেতনের অর্ধেক মাইনে দিয়ে দিতেন দরিদ্রদের জন্য। নিজে অভাবে থেকেছেন, শূন্য হয়েছেন, কিন্তু তবুও সমাজের কথা ভেবেছেন । তাই তাঁর নাম দয়ার সাগর। বিদ্যাসাগরের যখন খুব সুনাম টাকাপয়সা হয়, তখনও তিনি বিলাসিতা করতেন না, তিনি তখনও মাঝে মধ্যে নুন দিয়ে ভাত খেতেন, যাতে আবার দারিদ্র্য এলে, সহজেই মোকাবিলা করতে পারেন। এক বিরল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর স্কুল বিভাগের শিক্ষার জন্য বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন বাঘোয়নী, বর্ণপরিচয়, বঞ্চামালা, চরিতাবলী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি। বাংলাভাষায় বলসম্ভার , সংস্কৃত বাহুল্য মুক্তির জন্য বেতাল পর্ধবিশ্শতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি রচনা করেন। এছাড়াও রঘুবংশ , সর্বদর্শ সংগ্রহ, কুমারসম্ভব, কাদম্বরী মেঘদূত, উত্তররামচরিত,অভিজ্ঞান শকুন্তলম প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র খুব ভয় পেতেন পরীক্ষাকে, পরীক্ষার ভয়ে গায়েলে বেড়াতেন। অথচ জীবনের সব পরীক্ষাতে কৃতিত্বের সঙ্গে সাক্ষ্য্য পেয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বিদ্যাসাগর কলেজ) ও মায়ের নামে বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৯ সালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর প্রথম জীবনে বাড়ি তৈরি করেননি, কিন্তু বিপুল গ্রন্থসম্ভার রাখার জন্য মধ্য কলকাতার ২৫ বৃন্দাবন মল্লিক সেনে (৩৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট) একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়িতেই সাগর দর্শন করতে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেনােই। বিদ্যাসাগর প্রয়াত হন। বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান হয়, ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই, রাত ২টো ১৮ মিনিটে। মৃত্যুকালে তিনি বয়স ছিল, ৭০ বছর ১০ মাস ৪ দিন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, লিভার ক্যান্সারের জন্যই মৃত্যু হয় বিদ্যাসাগরের।

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্র কুমার শীল
মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক ও কলকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণিতে প্রথমবার ডাক্তারি পড়ার জন্য ৩০৯ জন ছাত্র নামভুক্ত করেছিল। এরা সকলেই নির্দিষ্ট কমিটির কাছে পরীক্ষা দেয়। এই কমিটির মধ্যময় ছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই সময়ে ৪০ জন ছাত্র বাংলায় ডাক্তারি পড়ার জন্য পাশ করেছিল। ৩০ জন ছাত্র ৫ টাকার বৃত্তি লাভ করে এবং বাকি দশজন ছাত্র বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি পায়। ১৮৫২ সালে শিক্ষা কমিটিসনের সচিব ডাক্তার মোয়চিক মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগে ছাত্র ভর্তি হওয়ার জন্য একটি গাইড লাইন তৈরি করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। প্রবাদ বাক্যে বিদ্যাসাগর ঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিবাদী লেখাতো। তিনি বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে তাঁর প্রতিবাদী সাহিত্যের শক্তিকে বৃদ্ধি করেন। ‘অতি অল্প ইহল’ ১৮৭৩ সালে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। সেখানে ‘অতুল্লংগ পতনায়’ অধ্যায়ে বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন। ‘অগাখলসম্ভারী

বিকারী নচ রোহিতঃ। শফরী গম্বুজলমাত্রঃ’ বাংলা অর্থ হল- ‘কই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই।’ ‘পুঠি মাছ গম্বুয়মাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।’ ‘পণ্ডিত তারানাথ সম্পর্কে এই প্রবাদ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত প্রবন্ধে। ‘নাহঙ্কারঃ পড়ে রিপুঃ। অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।’ খুড় বিদ্যাসাগরের অহঙ্কারেই মারা গেলেন। খুড় যা লিখেছিলেন সেখ ানে বিদ্যাসাগর দীর্ঘকৌতবে পারবেন না। ‘গরজকী নহী লাজ’ গরজের লজ্জা নাই। অতি পরিচিত প্রবাদ এখানে দেখতে পাওয়া যায় যা বিদ্যাসাগর অতি সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন। ‘প্রত্যগা সমর্থস্য বিদ্যা়া কিং প্রয়োজনম।’ যে ব্যক্তি প্রত্যগোয় সমর্থ, তাহার বিদ্যার প্রয়োজন কি। প্রত্যগা করার ক্ষমতা থাকলে বিদ্যার কোনও প্রয়োজন পরে না। কারণ বিদ্যা না থাকলেও প্রত্যগার বলে, অনেকেই বিদ্বান বলে পরিচিত হন। ‘চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।’ চুরি করে ধরা না পড়লেই বহাদুরী। ধরা পড়লেই যারপরনাই শান্তিভোগ অবধারিত। ‘অন্ধোনেব নিয়ামনা যথাক্ষাঃ’। অন্ধ অন্ধকে পথ

‘যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ।’ ‘ যাবৎ কষ্টে প্রাণঃ তাবৎ চিকিৎসাঃ কারয়েৎ।’ এই সব প্রবাদ সমাজে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর এই সব প্রবাদকে ব্যবহার করেছেন তার বিরোধীদের কুপোকাং করে দেওয়ার জন্য। লোক মুখে প্রচারিত এবং প্রচলিত প্রবাদকে প্রয়োজনে তিনি তাঁর প্রতিবাদ পরে ব্যবহার করে বিরোধীদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। ‘চাপার মুখে না থেকো বাপ।’ একেবারে ঘরোয়া প্রবাদ। এখ নও বহু বাড়িতে গুরুজনদের মুখে এই ধরনের প্রবাদ শুনে পাওয়া যায়। ‘বহুজকী নহী লাজ’ গরজের লজ্জা নাই। অতি পরিচিত প্রবাদ এখানে দেখতে পাওয়া যায় যা বিদ্যাসাগর অতি সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন। ‘প্রত্যগা সমর্থস্য বিদ্যা়া কিং প্রয়োজনম।’ যে ব্যক্তি প্রত্যগোয় সমর্থ, তাহার বিদ্যার প্রয়োজন কি। প্রত্যগা করার ক্ষমতা থাকলে বিদ্যার কোনও প্রয়োজন পরে না। কারণ বিদ্যা না থাকলেও প্রত্যগার বলে, অনেকেই বিদ্বান বলে পরিচিত হন। ‘চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।’ চুরি করে ধরা না পড়লেই বহাদুরী। ধরা পড়লেই যারপরনাই শান্তিভোগ অবধারিত। ‘অন্ধোনেব নিয়ামনা যথাক্ষাঃ’। অন্ধ অন্ধকে পথ

দেখানোর মতো হয়েছে। আসলে সমাজের অশিক্ষার পরিণেকে দূর করতে তিনি এই ধরনের প্রবাদকে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখ কে সকলের কাছে সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য। ‘মহিষের স্তম্ভ বঁকা, যুধিবার বেলা একা।’ বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রথা রোধ করা জন্য তিনি আইনী লড়াই করেছিলেন। ‘সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ প্রচলন হিন্দু শাস্ত্র সম্মত এবং বহু বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী। ‘আবার অতি অল্প ইহল’ প্রবন্ধের শেষে যখন সব কথা যুক্তি শাস্ত্র সম্মত বিধান দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সমাপ্ত করলেন তারপরে তিনি একটি হাস্যরসের উপস্থাপনা করেন। ‘হর যুক্তি সবসে পালা হেল সা।’ যুক্তি সম্মত মত প্রকাশ করার পর বিদ্যাসাগর এই হরি ধ্বনি দিয়ে তাঁর উপস্থাপনা সমাপ্ত করেন। তারপরে শেষে নিজেকে পরিচিত করার মধ্যে দিয়েও হাস্যরসের উপস্থাপনা করেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে ‘কস্যচিৎ উপমুক্তভূত্বাহিপাঃ’ বলে পরিচয় দান করেন। শাস্ত্র সম্মত বিধান দিয়েই এই বিষয়কে তিনি যথেষ্ট প্রত্যয় দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমেরিকা সফরে আগে রাজ্যপাল কড়া বার্তা বিদ্যাসাগর

আমেরিকা সফর যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কড়া বার্তা দিলেন অন্তর্বর্তী উপচার্যদের। অনলাইন তিনি বলেছেন কোনও কথা কান না দিয়ে কাজ করে যেতে। রাজ্যপাল আনন্দ বোস অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের কাছ থেকে কী সমস্যা হচ্ছে তা জানতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল টিক মতো প্রকাশ হচ্ছে কিনা, আর্টিসি রায়গ সেল গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং তা হলে সেখানে যথাযথ বর নেন। রাজ্যপাল পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থকে বিশ্বস্ত করে মেলবন্দ করা যায় কিনা তা তিনি দেখবেন। এমন তিনি মাতৃভাষার ওপরে তার দেনা। তিনি বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। রীতিমতো বাংলা শিক্ষকদের কাছ থেকে তিনি রাজভবেনে বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা ধরে বাংলা গল্পের বই থেকে শুরু করে সংবাদপত্র পড়েন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এমনকী তিনি বাংলা লেখা লিখতে শুরু করে দিয়েছেন সাধা খাতায়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষা শেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাজ

বসু বলেছেন যে সমন্বয় থাকার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্যপাল এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে রাজনৈতিক কূটনীতিকরা বলতে শুরু করেছেন রাজ্যপালকে আচার্য হওয়ার অদিকার দিয়েছে সংবিধান। সংবিধানের জেরে রাজ্যপাল এই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। যদি মনে হয় রাজ্যপাল সংবিধান লঙ্ঘন করছেন তাহলে শিক্ষামন্ত্রী আদালতে যেতে পারেন। তা তিনি কিন্তু করছেন না। তিনি নিজের মতো করে রাজ্যপালকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজ্যপাল ধনকরকেও আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা। তার মধ্যে একজন জেলেবে বসে দিন গুনতে শুরু করে দিয়েছেন। সংবিধান বাইরে রাজ্যপাল কোনও কিছুই করতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী আচার্য হবেন তা কিন্তু ভারতের সংবিধানে লেখা নেই। বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য হওয়া যায় না এটা বোজার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্যবাল এই সব অসংবিধানিক বিলে সই করতে পারেন না। তিনি ভারতীয় সংবিধানে দ্বারা বন্দি। সংবিধানকে মেনে রাজ্যপালকে চলতে হয়। এদকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো স্থায়ী উপচার্যের জন্য সার্চ কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। আমেরিকাতে একাধিক সরকারি কাজ এবং ব্যক্তিগত কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করবেন।

জানতে পারা গিয়েছে আরেকার বেশ কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাও বললেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়,গুলির সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করে উচ্চ শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ায়। ১২ দিন তিনি আমেরিকা সফর করবেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মহাকাশ বিজ্ঞানে এগিয়ে রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানে আমেরিকাও এগিয়ে রয়েছে। ভারত ও আমেরিকার দুই দেশের মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা যাতে বৃদ্ধি পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যপাল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারো। তারপরে সেটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে মত গ্রহণ করে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষায় তাকে আরোপ করতে পারলে বিজ্ঞান গবেষণায় বাংলার মান বৃদ্ধি লাভ করবে। এখানে খুশুগুড়ির বিধায়কদের শপথ গ্রহণ বাকি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ সফর করার সময়ে রাজ্যপাল শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর কেমন হল তা জানার জন্য রাজ্যপাল চিঠি দিয়েছেন নবান্নে। তবে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের বিদেশ যাত্রা নিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা দিতে পারেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিদেশ সফরের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সম্মতি এসে গিয়েছে। এদিকে সিন্ধামন্ত্রী বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে একটি সাদা হাতির মতো পদ তৈরি করা হয়েছে।

বাংলার নবজাগরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মধুসূদন দে (প্রধান শিক্ষক) (মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়)

অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মতো যাঁর আবির্ভাব এই ধরাধামে, যিনি প্রাচীন আর্থাক্ষর মত প্রজ্ঞাবান, তরুণ ইউরোপীয়ের মতো কর্মযোগী, বাঙালি মায়ের মত যাঁর কোমল হৃদয়, যিনি বাংলার নবজাগরণের পিথকৃৎ, নারী মুক্তি আন্দোলনের স্রষ্টা তিনি হলেন বাংলার সৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার মাটিতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে যদি কেউ কখনো সফল আন্দোলন করে থাকেন তবে তাঁর নাম অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক। হিন্দুসমাজে বাল্যিববাহের মতো কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় অসংখ্য নারীকে অল্প বয়সেই বিধবা হতে হত। সমাজে বিধবা নারীরা সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে বাস করত বাধ্য হত। বিধবাদের করুণ দশে দেখে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বল উঠেছিল। বিধবা বিবাহকে আইনসম্মত করার জন্য তিনি গণস্বাক্ষর সংবিলত একটি আবেদন পত্র সরকারের কাছে জমা দেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ২৬ শে প্রচেষ্টার ফলে ১৫ নম্বর রেগুলেশন দ্বারা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রিত্বাদের উত্তর দেওয়ার জন্য অতি অল্প হইল নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। বাল্যিববাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। বিধবাদের দুঃ খে বিগলিত হয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। তিনি নিজের ছেলে নারায়ণের সঙ্গে এক বিধবা মহিলার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর বহুমুখী আন্দোলনের ফলে বাংলার নারীরা মুক্তির স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়। ঊনশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম মানবতাবাদী সংস্কারক হলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবচেয়ে বড় অবদান শিক্ষাগুরু হিসেব। তিনি বুঝেছিলেন দেশবাসীকে আধুনিক হতে হলে শিক্ষিত হতে হবে। এজন্য তিনি প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি লিখলেন বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শিশু মনের উপযোগী বই বোধ্যায়, কথামালা ইত্যাদি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি বইতে বাঙালি প্রথম বাংলা গদ্যের রস পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের কামনা ছিল দেশের সকল মানুষ যেন সাক্ষর হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গণিশিক্ষার প্রসার, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপমুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন কারণ সমাজে মেয়েদের তখন অশিক্ষিত করে রাখার একটা প্রণয়তা ছিল। এই প্রণয়তার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যুদ্ধ যোগ্য করে। বাংলার নারী শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের পিথকৃৎ। বিদ্যাসাগর ও ডিব্রু ওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি বিপ্লবের সূচনা হল। মেয়েদের জন্য ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। এরপর তিনি মেদিনীপুর, হুগলি, নর্থমান, নদীয়া, প্রভৃতি জেলাতে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলিতে ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত। এছাড়া বীরসংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চিশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার উচ্চশিক্ষায় সংকেচের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। তিনি ইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। বাংলার মানুষ যাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। গণ শিক্ষার প্রসারেও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি সোমপ্রকাশ, হিন্দুপেট্রিটি প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে পাম্পাতা শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অতিমত প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে প্রাচ্য ও পাম্পাতা উভয় শিক্ষার সমন্বয় সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য কি উন্নত করেত সাহায্য করবে। বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। না ও দেশের মাটির প্রতি তাঁর চিন ছিল সহজাত। বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করেত গিয়ে কিবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন এই ভীকর দেশে তিনি এতদিন পুরুষ গিংশ। ঊনবিংশ শতকে বাংলার ইতিহাসে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার এবং সাহিত্যের অবদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলার নবজাগরণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অতিশাপ দূরীকরণে তার সংগ্রাম আজও যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করাহয়।

হুগলি জেলার ঐতিহ্য ও সাহিত্য সঙ্গীত বন্ধিমচন্দ্র

হুগলি জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে ইতিহাসের পাতায়। কলকাতা এবং হাওড়া জেলার পরই হচ্ছে হুগলি জেলা হচ্ছে বৃহৎ শিজাঞ্চল। বাংলার অন্যতম সেরা শিজাঞ্চল। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হুগলি জেলা। হুগলিতে বহু বনেদি পরিবার রয়েছে। তাঁদের মা দুর্গা পূজোর বয়স প্রায় দেড়শো বছর থেকে শুরু করে আড়াই, পাঁচশো বছর অতিক্রম করে গিয়েছে। সেই সব বনেদি পূজো নিয়ে এবারের প্রবন্ধের আলোচনা। হুগলি জেলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস রয়েছে। হুগলি অঞ্চল বরবারই সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল। ইংরেজরা আসার সময়ে হুগলিতে শিল্প স্থাপন করে। হুগলির ইতিহাসকে আমরা রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজরা তাদের ইতিহাসকে রক্ষা করতে পেরেছে। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে ইতিহাস রক্ষা কীভাবে করতে হয় সেটা দেখার খুবই প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডে রাজা বর্তমান। তাঁরা কিন্তু তাদের ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। আর আমরা আমাদের ইতিহাসকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করছি। বাংলার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর এবং সাহিত্যে সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস অনুবাদ করেছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তারপরে ডক্টর নীহাররঞ্জন ঘাে থেকে শুরু করে রমেশ মজুমদার, রচনা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো ইতিহাসবিদরা বাংলার ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন বটে। হুগলির ইতিহাস নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। বহু গবেষকেরা হুগলি ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন।) কলকাতা, হাওড়ার মতো হুগলি জেলার বনেদি পরিবার রয়েছে। তারা দুর্গা পূজোকে ঠাকুর দালানে করে থাকেন। বহু প্রাচীন বাড়ি রয়েছে সেখানে দুর্গা পূজোর রীতিনীতি বলতে গেলে একেবারে বহু প্রাচীন। প্রাচীন বেদমন্ত্র পাঠ করে সেখানকার দেবী মূর্তির উন্মাচন করা হয়ে থাকে। হুগলি নদীর তীরেই অবস্থিত। হুগলি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চুঁচুড়িতে বিখ্যাত রথখাড়া মহেশ্বর রথ যা়া। সারা ভারত থেকে ভক্তরা হুগলিতে এদিন এসে উপস্থিত হয়ে থাকেন। চন্দননগর আবার বিপ্লবীদের গোপন আশ্রানা ছিল। চন্দননগর ছিল ফরাসিদের দখলে। তারা ফলে কলকাতায় বিপ্লবীরা বিপ্লবী কার্যকর্ম করে চন্দননগরে গা ঢাকা দিত। চন্দননগরের গুপ্ত সমিতি নির্মাণ করেছিলেন ঢাক রাজা। তিনি ছিলেন ডুপ্পে কলেজের অধ্যক্ষ। বিপ্লবী অর্গের ভক্ত।

চিঠিপত্র

বেহালা চৌরাস্তার দুর্দটনার কথা সকলেরই মনে আছে। এত বড় একটি দুর্দটনা হওয়ার পরেও যাতায়াত করা সাধারণ মানুষের ইঙ্গ ফেরে না বলেই মনে হয়। প্রায় প্রতিদিনই ডায়মন্ডহারবারের রাস্তায় সিগনাল থাকা অবস্থায় মানুষ পারাপার করেন। পুলিশের কথা কেউই কর্পপাত করেন না। প্রশ্ন হচ্ছে কেনে এমনটা হয়। আমরা কি পুলিশের কথা শুনতে পাই না। নাকি না শুনে চলার অভ্যাস করে ফেলেছি। তাই আজ বাক্য হাছি আপনাকে এি পত্র মারফৎ কিছু অভিযোগ জানাতে। চৌরাস্তা থেকে অপটু তারাভালা অবাধি এই লম্বা রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ থাকা সত্তাও কেউ সিগনাল মেনে পারাপার হয় না। আমার মনে হয় এটা মানুষেরে অভভগসে দাঁড়িয়ে। যা ছাড়াতে সম্ভব নয়। যে অভিযোগটা জানানোর জন্য এই কলম ধরা, তা হল বিদ্যাসাগর হাসপাতালের গেট থেকে বেড়িয়ে আমরা যখন ডায়মন্ডহারবারের রাস্তায় উঠি, সেই মোড়টার কোনই পুলিশ থাকে না বা সেখানে কোনও সিগনাল নেই, ফলে নিত্যই সেখানে মানুষ বা গাড়ি বিনা সতর্কতায় পারাপার করেন প্রশ্ন কেন। বিবেক রায়, বেহালা। কলি-৬০।

৭২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও শহরের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দুইদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে এখনো জলবন্দি মালদা শহরের বেশ কিছু ওয়ার্ড। ৭২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও শহরের একাধিক এলাকায় বৃষ্টির জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভার বেশ কিছু ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও পুরসভা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শনি এবং রবিবারের একটানা যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেক ওয়ার্ডে জল জমেছে। সেই জল নিকাশি করার ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, এইরকম বৃষ্টি ১৯৯৫ সালে একবার হয়েছিল। তখনও আমি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। সেই সময় বেশ কিছু ওয়ার্ডে জল জমেছিল। এই ধরনের বৃষ্টি যখন দিল্লি ও মুম্বই হয় সেখানেও জলবন্দি হয়ে পড়ে বহু এলাকা। দিল্লি ও মুম্বই দেশের এ-ওয়ান সিটি। সুতরাং মালদা শহরে জল জমার বিষয়টি নিয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার রাত থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলবন্দী হয়ে পড়ে মালদা শহরের বিনয় সরকার রোড, সুভাষপল্লী, বিবেকানন্দপল্লী, মালঞ্চপল্লী, সর্বমঙ্গলাপল্লী, বুড়াবুড়িডালা, সানিপার্ক, রিজেন্টপার্ক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনও শহরের অনেক এলাকায় বৃষ্টির জমা জল রয়েছে। আর এই জল সহজেই বিভিন্ন এলাকা থেকে নিকাশি হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সোমবার মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনি, নরসিংকুপ্পা সহ একাধিক এলাকা হাটু জলে ডুবে রয়েছে । সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে এই বৃষ্টির জল জমা নিয়েই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। রবিবারের পর সোমবারও ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী মালদা শহরের জলবন্দি এলাকাগুলি পরিদর্শন করে। কিভাবে অতি সহজেই বৃষ্টির জমা জল নিকাশি সম্ভব, তা নিয়েও বিভিন্ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন চেয়ারম্যান । এদিকে ২৩ নম্বর

কেরলে নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে মৃত যুবক, দেখা করলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার রত্নয়া ২ ব্লকের মহারাজপুর এলাকার এক শ্রমিকের। কেরলে নির্মীয়মান বহুতলের থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় শ্রমিকের। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতই কান্নায় ভেঙে ছে পরিবার। এখন দেহ ফিরে আসার অপেক্ষায় পরিবারবর্গ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর ২২ এর যুবক মিজানুল ইসলাম। প্রায় মাসখানেক আগে কেরলে গিয়েছিলেন বহুতলের নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতে। প্রায় বছরখানেক আগে বিবাহ করেছিল এই যুবক। পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে পাড়ি দিয়েছিল ভিন রাজ্যে। কিন্তু গত ২২ তারিখ নির্মীয়মান বহুতল থেকে পড়ে যায় ওই যুবক। পরে পরিবারের কাছে খবর আসে তার মৃত্যুর। তারপর থেকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। দেহ ফিরে আসবে সেই অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, গত মাসে মিজাজেমে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ দুর্ঘটনার সামনে আসে। মৃত মালদার ২৩ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৬ জনই এই রত্নয়া ২ ব্লক এলাকার ছিল। এবার আবারও রত্নয়া ২ ব্লক এলাকার একজন শ্রমিকের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা। মৃত পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন মালতীপুর বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্স ও জেলা পরিষদের মেম্বর মাসিদুর রহমান এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্রাস দেন বিধায়ক।

লোকো পাইলটকে সতর্ক করার জন্য সাহসী ছেলেকে রেল কর্তৃপক্ষের পুরস্কার

মার্গিগাঁও, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ যাতে অতিক্রম না করে তার জন্য দ্রুতগতির একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের লোকো পাইলটকে নির্জেন লাল শা'ট নাড়িয়ে থামার ইঙ্গিত দিয়ে নির্জের সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে মালদার একটি ১২ বছর বয়সী ছেলে। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ভালুকা রোড ইয়ার্ডে ট্রাক রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য কাজ চলছিল। একটি স্থানে বৃষ্টির জলে মাটি ও নুড়ি পাথর ধুয়ে দূরে সরে গিয়েছিল। রেলকর্মীদের সাথে সেই সময় ওই ইয়ার্ডে উপস্থিত ছিল নিরাকটবর্তী গ্রামের পরিযায়ী এক শ্রমিকের পুত্র মুর্সালিন শেখ নামেওই ছেলেটি। ট্রাকটির নীচে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি ছেলোটির নজরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ওই স্থানে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করে। কর্তব্যরত অন্যান্য রেলওয়ে কর্মীদের সাথে সে নির্জের লাল শা'ট নাড়িয়ে যাত্রীবাহী ট্রেনটির লোকো পাইলটকে গাড়ি থামানোর জন্য সতর্ক করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আজ ওই সাহসী ছেলোটিকে তার বীরদের জন্য সাীমিকটেক ও নগদ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করে। মালদা নর্থ-৫র সাংসদ খানেন মূর্শু ও কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সুব্রহ্ম কুমার ছেলোটির বাড়িতে গিয়ে তাকে পুরস্কৃত করে এবং তার কাজের প্রশংসা করে। কিশোর হওয়া সত্ত্বেও সমাজের প্রতি ছেলেটি যে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে তার জন্য তাকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তাকে স্যালুট।

উত্তর পূর্ব রেলের টিকিট পরীক্ষা অভিযানের আয়োজন

গোরক্ষপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, শ্রী চন্দ বীর রমনের নির্দেশে এবং প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, সঞ্জয় মিশ্রের নির্দেশনায়, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, গোরক্ষপুর থেকে মৌ রেল



কমার্শিয়াল ম্যানেজার এর নেতৃত্বে, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে বণ্টি রেলওয়ে সেকশনে শ্রী পবন কুমার মিশ্র টিকিট পরীক্ষা তদন্ত অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষ টিকিট চেকিং অভিযানের অধীনে, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক স্ক্রোয়াডসদর দফতরের টিকিট চেকিং কর্মচারী, স্টারিকাকা ক্যান্ডার কর্মচারী এবং রেলওয়ে সুবক্ষার সহায়তায় গোরক্ষপুর থেকে মাউ সেকশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন এবং স্টেশনে ১২১ টি টিকিট চেক করা হয়েছিল। টিকিট ছাড়া অনিয়মিত টিকিট বা বুক না করা লাগোয়ের ঘটনা ধরা পড়েছে, যেখান থেকে ৮৮,৪৮০- টাকা রেলওয়ের রাজস্ব হিসাবে উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোরক্ষপুর থেকে গোডা়া রেলওয়ে সেকশনে টিকিট চেকিং-এ ২৬৯ টি টিকিট ছাড়া অনিয়মিত টিকিট বা বুক না করা লাগেজ পাওয়া গেছে। সনাক্ত করা হয়েছে। মালদা বক্স করা হয়েছে যা থেকে ১,৮৫,০৪০- টাকার রেলওয়ের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

ওয়ার্ডের অন্তর্গত মালদা শহরের কুলদীপ মিশ্র কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, শহরের অনেক এলাকায় পুকুর, বিল জলাজমি বেআইনিভাবে ভরাট হওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাট বন্ধ না হলে আগামী দিনে আরো



ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। সোমবারও কুলদীপ মিশ্র কলোনিতেও বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। হাটুবন্দী জল পেরিয়েই এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজিত সাহা বলেন, যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে তাতে হাইড্রেন থেকে শুরু করে এলাকার কালভার্ট দিয়েও জল নিকাশের ক্ষেত্রে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। যেসব এলাকা নীলকর সাহেবের কাছে, সেখানে পাশ্প চালিয়ে জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরকম বৃষ্টি কয়েক দশক পর মালদায় হলো। মানুষের সমস্যার কথা শুনেছি। দ্রুত সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে মালদা শহরের নেতাজি পুরো মার্কেট সহ আরো বেশ কিছু এলাকা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায়ীদের দোকানে জল ঢুকে যাওয়াই প্রচুর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। মালদা মার্কেট চেন্নার অফ কমানর্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, দুই দিনের টানা বৃষ্টির জেরে নেতাজি পুরো এলাকায় ব্যাপক জল জমে গিয়েছে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী দোকানে জল ঢুক গিয়েছে। জিনিসপত্র অনেক নষ্ট হয়েছে। আমরা পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা পরিকাঠামো উন্নত করার আবেদন জানিয়েছি। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, পুরসভার পক্ষ থেকে নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সব রকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের অফিসার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথেও কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলজমার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

২০০ বছর পার করেও বাঁকুড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী আজও অমলিন



দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : কেবল শহর কলকাতা নয়, দেবী বন্দনায় পিছিয়ে নেই বাংলার গ্রামের পুজোও। বায়োয়ারি তো বটেই বনেদি পুজার সংখ্যাও সেখানে নেহাত কম নয়। বাঁকুড়া জেলার দারেকেশ্বর নদের তীরে অযোধ্যা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো প্রায় ২০০ বছরের পুরানো। কালের সাথে তাল মিলিয়ে এখন হ্রাত আর পথ চলার গতি কিছুটা হ্রাত মন্ডর হয়েছে, তবে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য আজও অমলিন। শোনা যায়, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হয় শ্রীরামপুরের এক নীলকর সাহেবের। সেই নীলকর সাহেব যখন মৃত্যু শ্যায়্যায়, সূচনা করে। এমনকী সেই সময়ে বাঁকুড়া ছাড়াও হুগলি, অবিভক্ত বর্ধমান ও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৮৫ টি মৌজার জমিদার হয়ে উঠেছিল এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। এছাড়াও জমিদারি ছিল কাশী, বেনারস ও তৎকালীন বিহারের বিভিন্ন জায়গাতেও। জমিদারির বিপুল আয়ে সেই সময় অযোধ্যা গ্রামে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশাল জমিদারবাড়ি ও দেবোত্তর এস্টেট। সেখানে ছিল বাশ্য শিব মন্দির, গিরি গোবর্ধন মন্দির, রাসমন্দির, বুলন মন্দির ও দুর্গা মন্দির। শুরু হয় দুর্গাপুজো। এখানে দেবী সিংহবাহিনী নন, ব্যাঘ্রবাহিনী। প্রতিমাতেও বিশেষ নজরকাড়া সাবেকিয়ানা রয়েছে। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাস্তা ফেরত চেয়ে চিঠি বিশ্বভারতীর : আশ্রমিকদের না

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৫ সেপ্টেম্বর : উপাচার্য বিদ্যাং চক্রবর্তী যতই মুখ্যমন্ত্রীকে রাস্তা চেয়ে চিঠি লিখুন, তাতে আপত্তি থাকবে আশ্রমিকদের। যাহায়ে জঙ্গল হিসেবে সন্ধ্যোতিত আশ্রমিকদের উপরই বিশ্বভারতীর রাস্তা পাওয়া নির্ভর করছে। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন রোড (শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিস থেকে কালিসায়র) ফেরত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানালেন উপাচার্য বিদ্যাং চক্রবর্তী। এর আগেও একুশ সালের পয়লা জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে এই রাস্তা ফেরত চেয়ে চিঠি লেখে বিশ্বভারতী। সোমবারের (২৫ সেপ্টেম্বর) চিঠিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগের পরামর্শ উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এই রাস্তায় ভারীমান চলাচলের ফলে কলাভবন, উপাসনা গৃহ, শ্যামলীর মতো যেসমস্ত ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা আছে তাদের সমৃহ ক্ষতি হতে পারে। সেগুলো ভেঙে পড়তেও পারে। একমাত্র লিভিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতী এই বিরল সম্মান পেয়েছে। তা অক্ষুন্ন রাখতে গেলে এই রাস্তা ফেরত পাওয়া জরুরি। এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজসরকারের পূর্ত বিভাগের এই রাস্তা ফেরত দিলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানের কথা স্মরণ করে এই রাস্তা পুরায় নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব বিশ্বভারতীকে দেওয়া হোক। যদিও উপাচার্য এই চিঠির প্রেক্ষিতে আপত্তি জানান প্রবীণ আশ্রমিকরা। আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সাধারণের চলাচলের জন্য এই একমাত্র রাস্তা ফেরত নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করে আবেদন পত্র দিয়েছিলাম। একশোজন আশ্রমিক তাতে স্বাক্ষর করেন। কেন চিঠি দিতে হয়েছিল এটা বুঝতে হবে। উনি আশ্রমিকদের গৃহবন্দী করতে চেয়েছিলেন। চারিদিকে পাঁচিল তুলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আশ্রমিকদের উনি জঞ্জাল বলেন। হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর একবার আশ্রমিকদের ডেকে কোন পরামর্শ

মা দুর্গা এখানে ‘কুলোপতি’ দেবী রূপে পূজিত হন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : শান্তিপুুরের রায় বাড়িতে শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। জমিদার পরিবার। তাঁদের দুর্গাপুজো প্রায় ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। কিন্তু আজ ক’জনেরই বা জানা, এই পুজোর শুরু হয়েছিল প্রতিমার বদলে কুলো দিয়ে। পরিবারে তরফে দুর্গাপুজো করার সামর্থ্য না থাকায় ‘কুলো’রূপে মাকে পুজো করা শুরু হয়। এই কথাও নাকি দেবী নিজেই স্বপ্নাদেশে বলেছেন। তার পরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে জমিদার পরিবারের তরফ থেকে শুধুমাত্র দেবী দুর্গার মূর্তি বানিয়ে পুজো করা শুরু হয়। এ কারণেই মা দুর্গা এখানে ‘কুলোপতি’ দেবী নামে পরিচিত। দেবীর রূপ সাধারণই। দশ হাতে অসুর বধ করছেন তিনি। অসুরেরে বধ করছেন দখলা হাতে খঞ্জর পরিবর্তে রয়েছে মাটির তলোয়ার। পুরনো নকশা কাটা দেওতলা বাড়ি। এক অংশে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সামনে ফাঁকা চত্বর। পাশেই দেবীর দালান ঘর। নদীয়ার শান্তিপূুর শৈশন থেকে বাইক, নয়তো গাড়ি করে মিনিট কুড়ির পথা। শহর বা শহর ছাড়িয়ে বিভিন্ন বনেদি পুজোতে দেবী তাঁর সন্তানদের সঙ্গেই পূজিত হন। কিন্তু এঁদের এখানে তাতেও বদল। শান্তিপুুরের রায়বাড়ির পুজোয় মা দুর্গা একা একাই পূজিত হন। নেই লক্কী-সরস্বতী, গণেশ-কার্তিক বনো। রায়বাড়িতে মা একা। মূর্তি তৈরি শুরু হয়, শুধুই দুর্গার। কবিত আচ্ছে, ‘এখানে পুজো শুরু হয় মায়ের স্বপ্নাদেশে’ পাওয়ার পর। এ নিয়ে একটি কাহিনি আছে। সেই কাহিনি বলে, রায় পরিবারের কাহা এক মহিলা একা এসে কিছু সাহায্য চান। লাল পাড়ের শাড়িতে এসেছিলেন

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত জেলা পুলিশের কনস্টেবল

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জেলা পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত কনস্টেবল দীপক্ষর সরকার, আলিপুরদুয়ার লাগোয়া নর্থ পয়েন্ট এলাকার বাসিন্দা। জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে পুলিশ কর্মীদের বেতনের বিল তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিল সে। সেই সুযোগে ওই কনস্টেবল আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় পুলিশমহলে ছোর হইচই। প্রতি মাসে জেলা পুলিশের সিভিক ডেলাস্টিয়ারদের বেতনের তালিকা করে ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন দীপক্ষর। জেলায় প্রতি মাসে কয়েকজন সিভিক ডেলাস্টিয়ার অসুপস্থিত থাকতেন। আইন অনুযায়ী, অনুপস্থিত সিভিক ডেলাস্টিয়ারদের বেতনের বিল করার কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ, দীপক্ষর সেই সব অনুপস্থিত সিভিক ডেলাস্টিয়ারদের নামেও বিল করে পাঠিয়ে দিতেন। অনুপস্থিত সিভিক ডেলাস্টিয়ারদের নামের পাশের পাশে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের অ্যাকাউন্ট নম্বর ট্রেজারি অফিসে পাঠিয়ে দিতেন দীপক্ষর। ফলে অনুপস্থিত সিভিক ডেলাস্টিয়ারদের নামেও বেতন চলে আসত দীপক্ষরের আত্মীয়-স্বজনদের অ্যাকাউন্টে। এভাবে ধুরূপায়ে প্রতি মাসে সরকারি অর্থ দীপক্ষর পেতেন। কয়েক বছর থেকে দীপক্ষর এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

ভাঙল পূনর্বাস নদীর বাঁধ, জলমগ্ন বেশ কিছু গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টিতে ভাঙল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের পূনর্বাস নদীর বাঁধ। সোমবার সকালে ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গঙ্গারামপুর ব্লকের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর চৌধুরিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। গত বৃহস্পতিবার থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে এলাকা। টানা বৃষ্টিতে গঙ্গারামপুর শহর সহ প্রাণিগ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। গতকাল রাত থেকে বিপদসীমার ওপর দিয়ে পুনতর্বা নদীর জল বইতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া শুরু করেছে। এদিন সকালে পুনতর্বা নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। এতে বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কয়েক লক্ষ টাকার ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। গঙ্গারামপুরের বিভিন্ন দাওয়া শেরণা বলেন, ‘হোসেনপুরে বাঁধ ভেঙেছে। জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’

প্লাবিত গাজোলের কয়েকটি গ্রাম, চলছে উদ্ধারকার্য

দুরন্ত বার্তা, গাজোল, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রবল বৃষ্টিতে মালদার টাঙন নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বেশ কয়েকটি গ্রাম। বাঁধ ভেঙে প্রবল গতিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে বসতি এলাকা। জলের তলায় চলে যেতে বসেছে একের পর এক গ্রাম। তালিয়ে গেছে ফসলের জমি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় মধ্যে পড়েছেন চাপ নগর এবং শালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষেরা। পর্যাপ্ত প্রশাসনের নৌকো না থাকার জন্য উদ্ধারকার্য চালাতে যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রুক প্রশাসনকে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বন্যাকবলিত এলাকার মানুষজন এবং গবাদি পশুগুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছে ত্রাণ শিবিরে। বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে ত্রাণশিবিরে। বন্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি আমরা রুক প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের জানিয়েছি। দুর্গত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসনের কাঁচোরে আবেদন জানাছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে উদ্ধার কাা। দুর্গত মানুষদের জন্য বিতরণ করা হচ্ছে ত্রিণাশ। দেওয়া হচ্ছে শুকনো খাবারও। দুর্গতদের খাবারের জন্য চালু করা হয়েছে কি-মিউনিটি কিচেন। পাশাপাশি এই দিনে সকাল থেকেই গাজোল রুক অফিস থেকে বিভিন্ন গ্রািবিত এলাকার মানুষদের জন্য চলছে ত্রাণ বিলির কাজ। চাকানুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থা সব থেকে ভয়াবহ।

তিনি। সেই মহিলা রায় পরিবারের ‘কর্তা মা’কে বলেন, ‘আমার স্বামী শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। সন্তানরা রয়েছে। আমাদের সাহায্য করুন।’ তখন জমিদারি পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়, সন্তানদের নিয়ে আসুন। সাহায্য করা হবে। এর পরেই রাহোর শ্লেয়া স্বপ্নাদেশে পান তাঁরা। স্বপ্নে বা জানান, তিনি রায় পরিবার হাতে পুজো পেতে চান। রায় বাড়ির দুর্গা পুজোতে ভোগের ক্ষেত্রেও বিশেষত্ব রয়েছে। পঞ্চমী থেকে মায়ের ভোগ দেওয়া শুরু হয়। মায়ের বোধনের থেকে সাধারণ নিয়ম মেনেই ভোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিক্ষেপে সন্ধির পুজোর ভোগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন পায়ের রান্না হয় এখানে। দশমীর দিন দেবীকে বিদায় জানানোর সময় পায়ের মুখেই বিদায় জানানো হয়।

আগামী মাসের ৫ তারিখ সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করতে চলেছে সিপিএম- মহম্মদ সেলিম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পক্ষে নামের সিপিএম। রাজ্যের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে আগামী মাসের ৫ তারিখ সিজিও কমপ্লেক্স ঘেরাও করতে চলেছে সিপিএম। সোমবার শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বদের নিয়ে এদিন বৈঠক সরেন মহম্মদ সেলিম। তবে শুধু এদিনের এই বৈঠক নয়, ইতিপূর্বে একাধিক জেলার নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক সরেছেন সেলিম। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শুরু থেকেই রাজ্যের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন সেলিম। তবে শুধু রাজ্যে নয় কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ধরেন সেলিম। পাশাপাশি দুর্নীতি তদন্তে সিবিআই ইন্ডির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে ধরেন। অন্যদিকে, রাজ্যপালের একের পর এক ইশিয়ার প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সিডি আনন্দ বোসকে জোকার বলে কটাক্ষ করে বসলেন তিনি।

১০ লক্ষের ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আবার একবার সাফল্য পেল পুলিশ। সোমবার গোপন সূত্রেের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির গোডামোড এলাকায় অভিযান শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর বাইকে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রফিকুল হক(৪৬)। সে রাজগঞ্জের জুগুগজের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার আমবাড়ির দিক থেকে এনজেপি দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তবে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃত ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বৃষ্টির জেরে মৃৎশিল্পীর প্রতিমা তৈরীর কারখানায় জল, সমস্যায় শিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর : গত ৪৮ ঘণ্টায় একটানা বৃষ্টির জেরে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীর প্রতিমা তৈরির কারখানায় জলবন্দী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমনকি বেশ কিছু কারখানায় বৃষ্টির জমা জলের কারণে দেবী মূর্তি তৈরিতে সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। দুর্গাপুজোর এক মাসেরও কম সময় বাকি। এই পরিস্থিতিতে এখন দুর্শ্চস্তার ভাঁজ তৈরি হয়েছে মালদা শহরের অনেক মৃৎশিল্পীর মধ্যে। মূলতঃ পুরাতন মালদা পুরসভার পালাপাড়া এলাকায় কয়েকজন মৃৎশিল্পীদের কারখানা জল ঢুকে যাওয়ায় মৃৎশিল্পীকি দেবী মূর্তির মাটির খামিকটা অংশ পর্যন্ত গলে গিয়েছে। এই অবস্থায় মৃৎশিল্পীরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, এক মাসেরও কম সময় বাকি দুর্গাপুজোর। যেভাবে বৃষ্টি দুইদিন হলো, তাতে এখন প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েই চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার ওপর মেঘলা আবহাওয়া কারণে প্রতিমাগুলি শুকাচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে দুর্গা প্রতিমা তৈরি নিয়ে দুর্শিস্তায় পড়েছেন মালদার কুমোরটিরার অনেক মৃৎশিল্পীরা। পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালাপাড়া এলাকার এক মৃৎশিল্পী মিলন পাল জানিয়েছেন, গত দুই দিনের বৃষ্টির জেরে তাঁর কারখানায় জল ঢুকে বেশ কিছু প্রতিমা গলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি অতিরিক্ত কাটিগড় দিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে তিনি। সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে না পারলে প্রচুর টাকা লোকসানের মুখে পড়তে হবে বলেও জানিয়েছেন ওই মৃৎশিল্পী মিলন পাল। উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ৭০ জন মৃৎশিল্পী। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা শনিবার এবং রবিবারের একটানা বৃষ্টির জেরে দুর্গা প্রতিমা বানাতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন। মৃৎশিল্পীদের অনেকেই বক্তব্য, তাঁদের কারখানাগুলি বেশিরভাগই টিনের তৈরি ছাউনি। যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে, তাতে ছাউনি দিয়ে জল পড়েছে এবং এলাকার রাস্তার জমা জল কারখানার মধ্যে ঢুকে ভেসে গিয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিমা তৈরি করতে গিয়েও সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। মালদা শহরের বাশবাড়ি এলাকার মৃৎশিল্পী অষ্টম চৌধুরী জানিয়েছেন, এবারে তিনি পাঁচটি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন। কিন্তু বৃষ্টির জেরে সেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে এখন সমস্যায় পড়েছেন। এই দুর্যোগের কারণে কারিগর পাচ্ছেন না। তার ওপর এলাকার রাস্তায় জল জমে কারখানায় ঢুকে পড়েছে। মাটির তৈরির প্রতিমার নিচের অংশে জল জমে যাওয়ায় মাটি গলে গিয়েছে। আবার নতুন করে সেই প্রতিমার অংশগুলিতে মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এরকম আবহাওয়ার পরিস্থিতি চলতে থাকলে নিশ্চি্ট সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি কিভাবে করবেন তা নিয়েও দুর্শিস্তায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীদের অনেকেই।

নাগাল্যান্ডে উদ্ধার অসমের দুই যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, খুনের সন্দেহ

অসম, ২৫ সেপ্টেম্বর : নাগাল্যান্ডের মন জেলার আংচেঙিয়ায় আজ সোমবার সকালে উদ্ধার হয়েছে অসমের দুই যুবকের অর্ধ-উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তারা খুন হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মৃতদেহ দুটি উজান অসমের চুইনগেও জেলার অন্তর্গত সোনারির লজিত নাওহলিয়া এবং উৎপল তাসার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যে প্রকাশ, অসমের চুইনগেও জেলার অন্তর্গত সোনারির দুই যুবককে কেবল অনগ্রন্থই নয় তাদের শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই দুই যুবককে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা খুন করেছে। দুই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করছেন সোনারি গাউি মালিক ও চালক সংসদার পাদিকারী ও সদস্যরা। জানা গেছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর তারা তাদের দোকানের সামগ্রী কিনে আনতে নাগাল্যান্ডে টাঙ্গা বাজারে গিয়েছিলেন। জিনিসপত্র কিনে সোনারির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন ২৬ সেপ্টেম্বর। কিন্তু রহস্যজনকভাবে ওইদিন থেকে দুজনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরিবারের। এদিকে, ঘটনার তদন্ত করতে অসম পুলিশ নাগাল্যান্ড পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এছাড়া নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাও অসমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে ঘটনার পিছনে দোষীদের খুঁজে বের করতে সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

পুলিশের অভিযানে জাল ভারতীয় মুদ্রা সহ ধৃত তিন, আটক গাড়ি

ধলাই, ২৫ সেপ্টেম্বর : আমবাসা থানার তৎপরতায় ০৮ নং জাতীয় সড়কের উপনগর নাকা পয়েন্টে তল্লাশিতে জাল ভারতীয় টাকা সহ ধরা পড়ল তিন জন। আটক করা হল তাদের গাড়ি। রবিবার। রাত আনুমানিক ৯ টা নাগাদ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ ভারতীয় জাল টাকা সহ তিনজনকে একে আটক করে। পুলিশের হাতে ভারতীয় মুদ্রায় ৭৫ হাজার টাকা ধরা পড়ে। এই ৭৫ হাজার জাল টাকা নোটগুলি ছিল ৫০০ টাকার। জানা যায় তেলিয়ামুডা থানাধীন বৈরাণী ডেপা এলাকার পরিষেব্দ দেবর্মা, মলিন দেবর্মা, অনিল দেবর্মা নামে তিনজনকে আটক করে সাথে টি আর-০১-বিডি-০৭৯২ নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার জানিয়েছেন চাকমাঘাট থেকে মনুর দিক যাওয়ার সময় আমবাসা থানার পুলিশ উপনগর নাকা পয়েন্টে আটক করে। পুলিশের ডেহিফেল চেকিকয়ের সময় সন্দেহ হওয়ায় এই গাড়িটি আটক করা হয়। তারপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ভারতীয় জাল মুদ্রা উদ্ধার করে আমবাসা থানার পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন পুলিশ তদন্তক্রমে একটি মামলা গ্রহণ করবে। আগামী দিনগুলোতেও এরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ।



অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনবদ্য কুশ্বলের রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের টিকিট পাকা!

ইন্দোর, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ অশ্বিনকে দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল? এই প্রশ্ন উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়া সফরের দল ঘোষণাতেই চমক! বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে সিরিজ। অঙ্ক অনুযায়ী, বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকা প্লেয়ারদেরই খেলানো উচিত। রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে স্কোয়াডে যোগ করতেই প্রশ্ন উঠেছিল। ৩৭ বছর বয়সি অশ্বিনকে কেন স্কোয়াডে রাখা হল? তাও আবার আগে বছর পর ওয়ান ডে দলে! মোহালিতে প্রথম



ম্যাচে মাত্র একটি উইকেট। অশ্বিনের মানের এবং অভিজ্ঞ স্পিনারের কাছে প্রত্যাশা যে আরও অনেক বেশি। ইন্দোরের পারফরম্যান্সে কি সেই প্রত্যাশা মিটল? তা নিশ্চিত নয়। তবে কিংবদন্তি অনিল কুশ্বলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন অশ্বিন। বিশ্বকাপের স্কোয়াডে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নাম যোগ হওয়াটা যেন সময়ের অপেক্ষা। ইন্দোরের পারফরম্যান্স যেন সেই ইঙ্গিতই দেয়। শুভমন গিল-শ্রেয়াস আইয়ারের সেঞ্চুরি। অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের হাফসেঞ্চুরি। টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের সেরা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। ওয়ান ডে ক্রিকেটে সাফল্য মিলেছিল না। মোহালিতে হাফসেঞ্চুরি করেন। ইন্দোরে আরও বিশ্ববংসী। ৭২

রানের অপরাধিত ইনিংস। অস্ট্রেলিয়াকে ৪০০ রানের বিশাল লক্ষ্য দেয় ভারত। অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের নবম ওভারেই আক্রমণে আনা হয় রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। যদিও সেই ওভার শেষেই তুমুল বৃষ্টি। ম্যাচ বন্ধ থাকে দীর্ঘ সময়। ওভারও কমতে থাকে। ডাকওয়ার্থ লুইসে অস্ট্রেলিয়ার পরিবর্তিত লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৩ ওভারে ৩১৭ রান। অস্ট্রেলিয়ার শুকুটা ভালো হলেও বৃষ্টি বিরতির পর অশ্বিনের দাপট। শুকুটা করেন মার্নাস লাবুশেনকে দিয়ে। ক্লিন বোল্ড। ডেভিড ওয়ার্নার

হাফসেঞ্চুরিতে ভালো ছন্দে ছিলেন। তবে অশ্বিনের সঙ্গে মাইন্ড গেম খেলতে গিয়ে নিজেই ফাঁদে পড়েন। জশ ইলিশকে লেগ বিফোর করেন অশ্বিন। ৭ ওভারে ৪১ রান দিয়ে তিনি উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই তিন উইকেটে অনন্য নজিরও গড়েন। কোনও এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার নজির ছিল অনিল কুশ্বলের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই ১৪২ উইকেট নিয়েছিলেন দেশের প্রথম অধিনায়ক, তথা কোচ কুশ্বলে। সেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই অশ্বিনের উইকেট সংখ্যা ১৪৪। দেশের প্রাক্তন স্পিনার কুশ্বলে ৬৭ উইকেটে সাফল্য মিলেছিল। অশ্বিন সেই রেকর্ড ছাপিয়ে গেলেন ৬৮ ইনিংসে।

রোয়িংয়ে রুপো জয় ভারতের

হানঝাউ, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসে রোয়িংয়ে ‘মেল এইট’ বিভাগে ভারতে জিতেছে ভারত। এই প্রতিযোগিতায় আট জন প্রতিযোগী অংশ নেন। কিন্তু সোমবার রোয়িংয়ে ভারতের নৌকায়ে দেখা গিয়েছে ন’জন প্রতিযোগীকে। ভারত রুপো জেতার পরেও ন’জনকে একসঙ্গে উল্লাস করতে দেখা গিয়েছে। আট জনের প্রতিযোগিতায় কী ভাবে ন’জনকে খেলা ভারত? ভারত নিয়মের মধ্যে থেকেই এই কাজ করেছে। মেল এইট প্রতিযোগিতায় যে আট জন দাঁড় চালান তাদের মুখ থাকে ফিনিশ লাইনের উল্টো দিকে। অর্থাৎ, ফিনিশ লাইন থেকে কতটা দূরে তারা রয়েছেন তা আন্দাজ করে নিতে হয়। সেই কারণেই অনেক দল নৌকায় এক জন অতিরিক্ত প্রতিযোগী রাখেন। তাঁকে বলা হয় ‘কব্ব’। তাঁর কাজ নৌকাকে ঠিক ভাবে চালনা করা। অর্থাৎ, বাকি আট জনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া। নৌকা ঠিক দিকে বা ঠিক গতিতে যাচ্ছে

কি না সেটা দেখেন তিনি। কিন্তু দাঁড় চালাতে পারেন না। ভারতীয় দলে সেই কাজটি করছিলেন ধনঞ্জয় উত্তম পাণ্ডে। দলের সব থেকে বয়স্ক (৩২ বছর) সদস্য তিনি। দলের আট প্রতিযোগীর থেকে দৈহিক উচ্চতাও কম তাঁরা। নীরজ (৬ ফুট ২ ইঞ্চি), নরেশ কালওয়ানিয়া (৬ ফুট ১ ইঞ্চি), নীতীশ কুমার (৬ ফুট ১ ইঞ্চি), চিরঞ্জিৎ সিংহ (৬ ফুট), জসবিন্দর সিংহ (৬ ফুট ২ ইঞ্চি), ভীম সিংহ (৫ ফুট ১১ ইঞ্চি), পুনিত কুমার (৬ ফুট ২ ইঞ্চি) ও আশিসের (৫ ফুট ১১ ইঞ্চি) তুলনায় ধনঞ্জয়ের দৈহিক উচ্চতা কম (৫ ফুট ৭ ইঞ্চি)। ধনঞ্জয় থাকায় তাদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন বাকিরা। প্রতিযোগিতা শেষে ধনঞ্জয় বলেন, “আমার কাজে ভারতের আট জনকে এক সূত্রেয় বেঁধে রাখা। সেই কাজটা করার চেষ্টা করেছি। প্রতিযোগিতা চলার সময় আমি ওদের চোখের কাজ করি। দল হিসাবে রুপো জিতেছি আমরা।”

এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটেও সোনা আনলেন তিতাসরা

হানঝাউ, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রথম বার এশিয়ান গেমসে নেমেই সোনা ফলা ভারতের মেয়েরা। আর এশিয়াডে মেয়েদের ক্রিকেটের ফাইনালে ভারতের সোনা জয়ের পিছনে বড় অবদান রাখলেন বাংলার তিতাস সাধু। এর আগে ২০১০ ও ২০১৪ সালের এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট থাকলেও ভারত তাতে অংশ নেয়নি। প্রথম বার এশিয়ান গেমসে নেমেই ফাইনালে খেলল ভারতের মেয়েরা। এশিয়াডে মেয়েদের ক্রিকেটের সোনার পদকের ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। টসও জেতে ভারত, শেষ অবধি ম্যাচও জিতল ভারত। শুটিংয়ের পর এশিয়াডের দ্বিতীয় দিন ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয় সোনা এল ভারতে। ফাইনালে চতুর্থ ওভারে ওপেনার শেফালি ভার্মার উইকেট তুলে নেন সুগন্ধিকা কুমারি। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে জুটি বিধেন স্মৃতি মাকান্না ও জেমাইমা রডরিগজ। এই জুটিতে ওঠে ৭৩ রান। ১৫তম ওভারে স্মৃতির উইকেট হারায় ভারত। এরপর অবশ্য পরপর উইকেট হারাতে থাকে ভারত। স্মৃতি যখন আউট হন তখন ভারতের স্কোর ৮৯২। তখনও হাতে ৮ উইকেট। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ান লক্ষ্মন বোলাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ভারত ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান তোলে। সোনার পদকের ম্যাচে স্মৃতি (৪৬) ও জেমাইমা (৪২) ছাড়া বাকিদের ব্যাট চলেনি। আন্তর্জাতিক ২ ম্যাচে নির্বাসিত থাকার পর এই ম্যাচে হরমনপ্রীত ফিরলেও রান পাননি। মাত্র ২ করে ফেরেন তিনি। ১২০ বলে ১১৭ রানের টার্গেট খুব একটা কঠিন নয়। এরপর তাই শ্রীলঙ্কাকে এই অল্প রানের পূর্জিতে আটকানোর দায়িত্ব বর্তায় ভারতের বোলারদের উপর। প্রথম ওভারেই ১২ রান তুলে ফেলে শ্রীলঙ্কা। দীপ্তি শর্মার পর বোলিংয়ে আসেন পূজা বন্ধুকার। তাঁর স্পেলের প্রথম ওভারে শ্রীলঙ্কা মাত্র ১ রান তোলে। এরপর তৃতীয় ওভারে কোনও রান না দিয়ে শ্রীলঙ্কাকে জোড়া উইকেট তুলে নেন বাংলার মেয়ে তিতাস সাধু। এরপর চতুর্থ ওভারে ফের আসেন পূজা। দিয়ে যান মাত্র ১ রান। ভারতীয় বোলাররা জানতেন যেহেতু এত অল্প রানের টার্গেট, তাই আর্টসার্টো বোলিং প্রয়োজন। সেটাই করেছেন পূজা-তিতাসরা। পঞ্চম ওভারে তিতাস এসে ১

রান দিয়ে ফের আরও একটি উইকেট নিয়ে যান। পাওয়ার প্লের মধ্যে ২৩ রান তুলে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা। চতুর্থ উইকেট আসে ১০ম ওভারে, রাজেশ্বরী গায়কোয়ডের হাত ধরে। এরপর ওসাদি রনসিংহে ও নীলাক্ষী ডি সিলভা জুটি পাঠেন। এই জুটি দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে টিকে থাকে এবং ভারতের অবশিষ্ট বাড়তে থাকে। ১৭তম ওভারে পূজা এসে তুলে নেন নীলাক্ষীর (২৩)



উইকেট। এরপর ১৮তম ওভারে দীপ্তি ফেরান ওশাদি রনসিংহকে (১৯)। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম উপরে থাকার কারণে এশিয়ান গেমসে শীর্ষ বাছাই হিসেবেই খেলতে নেমেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। বৃষ্টিতে সেই ম্যাচ ভেঙে যায়। প্রথমে ওই ম্যাচে ২০ ওভারের জয়গায় ১৫ ওভারে কমানো হয়। ভারত প্রথমে ব্যাটিং করে। মালয়েশিয়া রান তাতা করতে নামার পর মাত্র ২ বল সেলে। বৃষ্টির কারণে এরপর ম্যাচ বাতিল করে

দিতে হয়। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে উপরে থাকার কারণে সহজেই সেমিফাইনালে ওঠে ভারত। এরপর সেমিফাইনালে ভারতীয় বোলারদের দাপটে বাংলাদেশ আটকে যায় ৫১ রানে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জেতে ভারত। শ্রীলঙ্কা কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পায়। এরপর সেমিফাইনালে লক্ষ্মনরা হারায় এশিয়ান গেমসের

২ বারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে। এরপর ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে নামে শ্রীলঙ্কা। এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটে ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ২ বারের এশিয়াডজয়ী পাকিস্তান এবং ২ বারের রানার্স বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে নিগার সুলতানার বাংলাদেশ। ২০২২ সালে এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সেই ম্যাচ জিতে সপ্তম বার এশিয়া সেরা হয়েছিল ভারতের মেয়েরা।

একাদশে কোহলির জায়গা কি চুরি হয়ে গেল?

ইন্দোর, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ কত দিন পর সেঞ্চুরি! মনে ছিল কি? হয়তো ভাবারই সময় পাননি। শুধু একটাই অপেক্ষা ছিল, দ্রুত মাঠে ফেরা। টিভিতে ম্যাচ দেখে আরও যেন রান্না হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফিরব বললেই তো ফেরা যায় না! চোট থেকে সেরে ওটা যেমন জরুরি ছিল, তেমনই সুযোগ পেয়েই ভরসা দেওয়ার মতো ইনিংস। ইন্দোরে শ্রেয়াস আইয়ার যেন সেটাই খেললেন। এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ছিলেন।



পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই সুযোগ, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। ফের চোট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা প্রথম দু-ম্যাচে ছিলেন না। মোহালিতে বিরাটের সাধের তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন শ্রেয়াস। কিন্তু রান আউট! ইন্দোরে যেন শেষ সুযোগ ছিল। তিনে নামলেন, সেই বিরাট কোহলির ব্যাটিং পজিশনে। আচ্ছা বিরাটের জায়গা কি চুরি হয়ে গেল? শ্রেয়াস কী বলছেন! ইন্দোরে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৯৯ রানে জয়। এর জন্য বড় কৃতিত্ব রয়েছে শ্রেয়াসের। দ্বিতীয় উইকেটে শুভমন গিলের সঙ্গে ডাবল সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ। ৯০ বলে ১০৫ রানের বিশ্ববংসী ইনিংস শ্রেয়াস আইয়ারের। সেঞ্চুরির পর তাঁর সেলিব্রেশন ঠিক যেন বিরাট কোহলিকে মনে করায়। প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে শ্রেয়াস বলছেন, “আমার কাছে অস্বস্তি একটা সমস্যা ছিল। গত কয়েক মাস ধরে প্রচুর পরিশ্রম করেছি। কিছু ক্ষেত্রে খুব একলা লেগেছে।” প্রত্যাবর্তনের ইনিংস, ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শ্রেয়াস আরও যোগ করেন, “মাঠে ফিরতে পেরে দুর্দান্ত লাগছে। ড্রেসিংরুমের পরিবেশটা মিস করছিলাম। এত দিন টিভিতে ম্যাচ দেখেছি, অপেক্ষায় ছিলাম কবে ফিরতে পারব। নিজের ওপর ভরসা রেখেছিলাম। এই ম্যাচেও পরিকল্পনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। অজিদের বিরুদ্ধে ডি-এর মধ্যে খেলতে চেয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিল, যতটা সহজ করে খেলা যায়। যে কোনও পজিশনেই ব্যাট করতে স্বচ্ছন্দ। টিমের প্রয়োজন আসল। তবে বিরাট কোহলির জায়গা চুরি করার কোনও সুযোগ আমার নেই।”

রাজকোটে নেই অক্ষর, বিশ্বকাপে বিকল্প কে?



হবে অক্ষর। যদি ফিট থাকেন, তা হলে সমস্যা নেই। না হলে বিশ্বকাপের জন্য তাঁর বিকল্প খুঁজে নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই বিকল্প হয়তো অশ্বিনই। দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে বল হাতে দুরন্ত পারফর্ম করেছেন অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার তিনটে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছিলেন। তাতেই দ্বিতীয় ওয়ান ডে জিততে অসুবিধা হয়নি লোকেশ রাহুলের ভারতের। কিন্তু অক্ষরকে নিয়ে কম জটিলতা নেই। এমনও বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের ওয়ার্মআপ ম্যাচের সময় টিমে ফিরবেন অক্ষর। ম্যানেজমেন্ট অক্ষরকে নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তেই এখনও পৌঁছয়নি। তবে তিনি যদি খেলতে না পারেন, ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁর বিকল্প কে হবেন, ঘোষণা করতে হবে নির্বাহকদের। দুটো ওয়ান ডে ম্যাচ পর পর জিতে সিরিজ দখলে নিয়েছেন রাহুলরা। রাজকোটে নামার আগে অজি টিম চাপে থাকবে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপেও ৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচ ভারতের। তার আগে যে মনোবল তুঙ্গে থাকবে রোহিতের টিমের, সন্দেহ নেই। রাজকোটে ওয়ান ডে ম্যাচে টিমে ফিরছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়া। বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে শুভমন গিলকে। তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচেও জেতার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন রোহিতরা।

এশিয়ান গেমসে ডাবলস থেকে ছিটকে গেলেন বোপাল্লারা, যুকিকে নিয়ে বিরক্ত কোচ

হানঝাউ, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ সোনা জয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম ফেভারিট ছিলেন। কিন্তু এশিয়ান গেমসের পুরুষ ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন রোহন বোপালা এবং যুকি ভামত্রি। হ্যাংঝাউয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা উজবেকিস্তানের সঙ্গেই ফোমিন এবং যুখোমিন সুলতানোভের বিরুদ্ধে ২-৬, ৬-৩, ১০-৬ সেটে হেরে গেলেন ভারতের দুই তারকা। যে জুটির কাছে বোপাল্লারা হেরে গিয়েছেন, সেই

জুটির দু’জন খেলোয়াড়ের কেউই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬০০০-র মধ্যেও নেই। আর বিশ্বের প্রথম দশে আছেন বোপালা। ভামত্রি পাননি। অছেন বিশ্বের একশোয়। আর এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই ছিলেন বোপালা ও ভামত্রি। সোমবার দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচের দ্বিতীয় ভাগে হুদ হারিয়ে ফেলেন ভামত্রি। টিকমতো সার্ব করতে পারছিলেন না। টিকমতো শটও মারতে পারছিলেন না ভামত্রি। সেই পরিস্থিতিতে ম্যাচ হেরে গিয়ে

ভামত্রিকে তুলেখোনা করেছেন ভারতের কোচ জিশান আলি। তাঁর মতে, ভামত্রির থেকে ঠিকঠাক সাহায্য পাননি বোপালা। তিনি বলেন, “এই পর্যায়ে এবং এতটা অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হওয়ার পর ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময় এতগুলি ভুল করা যায় না। যা সুযোগ পাওয়া যায়, সেটাই কাজে লাগাতে হয়।” ভারতীয় কোচ বলেন, “উজবেকিস্তানের খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব খাটো করছি না। কোনও কিছু হারাতে হবে না,

সেই পরিস্থিতিতে ওরা নিজেদের সম্ভবত সেরা ম্যাচ খেলেছে। দ্বিতীয় গেম ৩-৬ অবস্থায় আমরা দুটি ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিলাম। ওই গেমটা জিততে পারলে ম্যাচের ফলাফল আলাদা হত।” উল্লেখ্য, সোমবারের ম্যাচে ১৬টি ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিল ভারত। ১২টি পয়েন্টই কাজে লাগাতে পারেনি। জিশান বলেন, “রোহন আজ ভালো খেলেছে। কিন্তু ওর পার্টনারের থেকে যেটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন, সেটা

দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাননি ও (বোপালা)। অথচ এই মরশুমে ডাবলসে দারুণ কের্টেজ ওর (ভামত্রি)।” ৪৩ বছরের বোপালা নিজের কেরিয়ারের শেষ এশিয়ান গেমস খেলবেন। যিনি ২০১৮ সালে দ্বিবিজ শরণের সঙ্গে ডাবলসে সোনা জিতেছিলেন। এবার সেটা হল না। তবে এখনও সোনা জয়ের সুযোগ আছে তাঁর সামনে। মিস্ত্র ডাবলসে নামবেন বোপালা। মিস্ত্র ডাবলসে খেলবেন ভামত্রিও।

মেসিবিহীন মায়ামির ড্র ‘ঘরের ছেলে’র গোলে

ফ্লোরিডা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ চোটের কারণে লিওনেল মেসি নেই। একই কারণে ছিলেন না জর্দি আলবারাও। আর সেটিও বুসকেতসকে দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। ভারতীয় সময় আগামী বৃহস্পতিবার সকালে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনাল খেলবে ইন্টার মায়ামি। এর আগে এই তিনজনকে নিয়ে কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে চাননি দলটির আর্জেণ্টাইন কোচ জেরোসে মার্তিনো। এই কারণেই আজ অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে তাদের খেলাননি। বাসেলোনার প্রাক্তন এই ব্রায়র অনুপস্থিতিতে মায়ামি আজ একাদশে রেখেছিল ফ্লোরিডায় জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা দুই ফুটবলার নোয়াহ আলোন ও ডেভিড রুইজকে। মেসিবিহীন মায়ামি ড্র করেছেন ঘরের ছেলে রুইজের গোলে। তাঁর গোলে ৫২ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। কিন্তু ৬৬ মিনিটে ডানকান ম্যাকগুরারের গোলে সমতায়

ফেরে অরল্যান্ডো সিটি। মায়ামির গোলাটিতে মার্তিনোজেকে দুর্দান্ত এক পাস দিয়েছিলেন তিনি। পাসটি পেয়ে অরল্যান্ডোর পোস্টে ইকুয়েডরিয়ান স্ট্রাইকার লিওনার্দ কাপান্না। গডানো শট নেন মার্তিনোজ। কিন্তু তাঁর শট ভেনেজুয়েলার ফরোয়ার্ড জোসেফ ফিরিয়ে দেন অরল্যান্ডোর গোলকিপার।

ফিরতি বলে গোল করেন রুইজ। ৬৬ মিনিটে সমতায় ফেরা অরল্যান্ডো এমএলএসের ইস্ট কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানের দল। আগেই এমএলএসের প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তারা। আর আজকের ড্রয়ে বেঁচে আছে মেসিদের প্লে-অফ খেলার আশা। ম্যাচ শেষে রুইজ বলেছেন, “তারা আমাদের মতোই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল। আমরা পুরো ম্যাচে জয়ের জন্য লড়াই করার চেষ্টা করেছি। দুঃজনক ব্যাপার যে আমরা জয় পাইনি। তবে আরেকটা পয়েন্ট পাওয়ার বিষয়টি আমাদের প্লে-অফের আশা জাগাচ্ছে।” একাদশে জায়গা পাওয়া আর মেসিদের না থাকা প্রসঙ্গে রুইজ বলেছেন, “নিশ্চিত করেই (এ ম্যাচে) বুসি, জর্দি ও মেসির মতো খেলোয়াড় আমাদের দলে ছিল না। তবে আমরা দলে জায়গা পাওয়ার জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি, সেটা এ ম্যাচে আমাদের পারফরম্যান্সেই স্পষ্ট।”

ফিরতি বলে গোল করেন রুইজ। ৬৬ মিনিটে সমতায় ফেরা অরল্যান্ডো এমএলএসের ইস্ট কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানের দল। আগেই এমএলএসের প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তারা। আর আজকের ড্রয়ে বেঁচে আছে মেসিদের প্লে-অফ খেলার আশা। ম্যাচ শেষে রুইজ বলেছেন, “তারা আমাদের মতোই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল। আমরা পুরো ম্যাচে জয়ের জন্য লড়াই করার চেষ্টা করেছি। দুঃজনক ব্যাপার যে আমরা জয় পাইনি। তবে আরেকটা পয়েন্ট পাওয়ার বিষয়টি আমাদের প্লে-অফের আশা জাগাচ্ছে।” একাদশে জায়গা পাওয়া আর মেসিদের না থাকা প্রসঙ্গে রুইজ বলেছেন, “নিশ্চিত করেই (এ ম্যাচে) বুসি, জর্দি ও মেসির মতো খেলোয়াড় আমাদের দলে ছিল না। তবে আমরা দলে জায়গা পাওয়ার জন্য যে কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি, সেটা এ ম্যাচে আমাদের পারফরম্যান্সেই স্পষ্ট।”

সুচিকিংসা

২৫ বর্ষ • দশকে সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

পুষ্টিতে

তুষ্টি

- শৈশবের পুষ্টি দুধ
- চুলের ঘনত্ব চুলের পুষ্টি
- পুষ্টি ভরপুর ডিম
- বহর ভর ফলেই পুষ্টি
- পুষ্টিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় উদ্যোগ
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা
- ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- বাচ্চাদের ইউরোলজিক্যাল সমস্যা
- কিডনি স্টোন ও প্রস্টেটের সমস্যা

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পানের কোডটি স্ক্যান করুন